ডিটেকটিভ পুলিস।

প্রথম কাণ্ড।

ডাক্তার বাবু।

[সত্যঘটনা অবলম্বনে লিখিত]

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

সিকদার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও
সাধারণ পাঠাগার হইতে
শ্রীবাণীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩০০ সাল।

Printed by Haridas Dey, at the
HINDU PRESS,
61, Ahcritollah Street, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

"ডিটেক্‌টিভ পুলিস" ইতিপূর্ব্বে "বিজলী" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশিত হইত। কিন্তু তাহাতে যে পরিমাণে প্রকাশিত হইত, তাহাতে পাঠকগণের পরিতৃপ্তি হইত না বলিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য অনেকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধেই অল্প সময়ের মধ্যে ইহার প্রথম কাণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহা স্বকপোলকল্পিত গল্প নহে। সমস্তই সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

জয়রামপুর,
২৫ কার্ত্তিক, শকাব্দা ১৮০৯। } শ্রীপ্রিয়নাথ শর্ম্মা।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরই সাধারণে উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত ইহা পাঠ করিয়া আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা বর্ণনাতীত। ভরসা করি, এবারও আমি সেইরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইব।

পাঠকের মধ্যে অনেকে প্রথমেই পুস্তকের সমালোচনা দেখিয়া পরিশেষে সেই পুস্তক পাঠ করেন বলিয়া এই পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকখানি সংবাদ পত্রের মতামত প্রথমেই প্রকাশিত হইল। ভরসা করি, পাঠকগণ কেবল সমালোচনা না পড়িয়া এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন।

এই পুস্তক অসম্পূর্ণ; কারণ এই পুস্তকের নায়ক এখনও জীবিত। সুতরাং তিনি তাঁহার কৃত দুষ্ক্রিয়ার যতই পরিচয় দিবেন, তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত সংস্করণে সংস্করণে এই পুস্তকের আকারও ক্রমে বৃদ্ধি হইবে। এই নিমিত্তই এবার এই পুস্তকের আকার বর্দ্ধিত হইল; কিন্তু মূল্য যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল।

জয়রামপুর,
অগ্রহায়ণ, শকাব্দা ১৮১৫। } শ্রীপ্রিয়নাথ শর্ম্মা।

ভূমিকা।

সদ্‌গুণ-ভূষিত মহৎ-লোকের জীবনী বা তাঁহার জীবনের কার্য্যকলাপ সাধারণের আদর্শীভূত হইয়া যেমন শিক্ষাপ্রদ হয়, বহুদোষাকর ঘৃণিত লোকের লোক-বিগর্হিত ভয়ানক পাপকার্য্য সকলও সেইরূপ সাধারণের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া প্রত্যক্ষীভূত করাইতে পারিলে, তদ্দ্বারা তাহাদের পাপের প্রতি ঘৃণা শতগুণ বর্দ্ধিত হইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে বিলাতে অনেক ভয়ানক দুর্দ্দান্ত দস্যু ও সুচতুর প্রতারক-দিগের জীবনী, বা জীবনের কার্য্য-প্রণালী প্রকাশক পুস্তক, বিস্তব আছে। আমাদের দেশে অধুনা অনেকগুলি মহ-ল্লোকের জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত আছে এবং হইতেছে; কিন্তু কোন অসাধুলোকের জীবন-বৃত্তান্ত বা কার্য্য-বৃত্তান্ত এ পর্য্যন্ত কেহই প্রকাশিত করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। আমি সেই অভাব কথঞ্চিৎ মোচন করিবার অভিপ্রায়ে একটী প্রভু-ভ্রাতা দ্রোহী, নষ্ট-প্রকৃতি অথচ সুচতুর বুদ্ধি-মানের কতিপয় কার্য্যকলাপ যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি এবং ক্রমে এইরূপ পথে আরও প্রবেশ করিতে সচেষ্ট থাকিব। এক্ষণে সাধা-রণের নিকট প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন আমার এই নূতন উদ্যমে আমাকে উৎসাহিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি-সাধন পক্ষে যেন অধিকতর সহায় হন।

এখানি আত্ম-জীবনী (Auto-bio-graphy) ধরণে লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা রীতিমত আত্ম-জীবনী পদবাচ্য হইতে পারে না। কারণ একটী জীবনের সম্পূর্ণ ঘটনাবলী ইহাতে নাই। যাঁহার জীবনের কতিপয় কার্য্যকলাপ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে, তিনি এখনও জীবিত এবং ইহাতে তাঁহার কেবল-মাত্র পাপকার্য্যগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি জীবনে যদি কোন সৎকার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা ইহাতে প্রকাশ নাই। এই সকল কারণে সাধারণে যেন ইহাকে রীতিমত জীবনী ভাবে ধরিয়া না লয়েন। তবে ইহাতে যে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হইতে পারিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার।

ডিটেক্‌টিভ পুলিশ।

প্রথম কাণ্ড।

অবতরণিকা।

এই কলিকাতা সহরের কোন বিমা আফিসের বড় সাহেব একদিবস একখানি বেনামী পত্র প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পত্রের সারমর্ম্ম এইরূপ—"আপনাদিগের আফিসে 'ডাক্তার বাবুর' ভ্রাতার ত্রিশ হাজার টাকার জীবন বিমা আছে, ও ঐ বিমা ভ্রাতার নিকট হইতে ডাক্তার বাবু খরিদ করিয়াছেন। সম্প্রতি ভ্রাতার মৃত্যু হওয়ায় ঐ বিমার টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত ডাক্তার বাবু নিশ্চয়ই আপনাদিগের নিকট গমন করিবেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান না করিয়া ঐ টাকা প্রদান করিলে, আপনারা নিরর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন; কারণ, অনুসন্ধান করিলেই অবগত হইতে পারিবেন, তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু-সম্বন্ধে কিরূপ রহস্য বাহির হইয়া পড়ে।"

সাহেব এই বেনামী পত্র পাইয়া আমাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এই মৃত্যু-সম্বন্ধে যদি কোন্ প্রকার রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে বা তাঁহাদিগকে আইনানুসারে ঐ ত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করিতে না হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধানকারী

কর্ম্মচারীগণকে পাঁচ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন, এইরূপ অঙ্গীকারেও আবদ্ধ হইলেন। এখন বলিতে কিন্তু বড়ই লজ্জা হয় যে, তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য সম্পন্ন হইলেও পরিশেষে তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

এই অনুসন্ধানের ভার ক্রমে আমারই হস্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমি গোপনে ইহার অনুসন্ধান আরম্ভ করি। নানারূপ কৌশল ও ছল অবলম্বন করিয়া ডাক্তার বাবুরই পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের মধ্য হইতে সংবাদ সংগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজদ্বারে আনিয়া উপস্থিত করি। ডাক্তার বাবু এবার ৬ বৎসরের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন।

যে সময়ে ডাক্তার বাবু জেলের ভিতর আবদ্ধ ছিলেন, সেই সময়ে কোন কার্য্যোপলক্ষে আমাকে জেলের ভিতর গমন করিতে হয়। সেই স্থানেই ডাক্তার বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমি অনেক কথা অবগত হইতে পারিয়াছিলাম; সামান্য যে দুই একটী বিষয় আমি অবগত ছিলাম না, সেই দিবস তাহাও তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লই। সেই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া ডাক্তার বাবুর নিজের কথার ভাবে তাঁহার জীবন-চরিত লিখিত হইল। ডাক্তার বাবু যে, কিরূপ ভয়ানক লোক, এবং মনুষ্যের মধ্যে এইরূপে মহাপাপে কেহ লিপ্ত হইতে পারে কি না, এই প্রকৃত জীবন-চরিত পাঠ করিলেই পাঠকগণ তাহা উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিবেন।

ডাক্তার বাবু বক্তা ;—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"ইংরাজী ১৮৮৬ সাল হইতে ৬ বৎসরের জন্য আমি কয়েদী। ঐ বৎসরে কলিকাতা মহানগরীর মহামান্য সেসন আদালতে গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হইয়া এই অসহনীয় কষ্ট ভোগ করিতেছি।

কয়েদী অবস্থায় রাত্রিদিন জেলের মধ্যে থাকিতে হয়। বাহিরে যাইবার আমার অধিকার নাই, আমি ইচ্ছামত কোন কার্য্য করিতে পারি না। সমস্তদিন কঠিন পরিশ্রম করি, কিন্তু তাহাতেও যশ নাই, বরং পদে পদে গালি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।

বিনাদোষে বেত্রাঘাতে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, পায়ে বেড়ীর কড়া পড়িয়াছে, গলায় লোহার হাঁসুলির দাগ হইয়াছে।

মনে সুখ নাই। সর্ব্বদাই অসুখে দিন যাপন করিতে হয়। পরিধানে বস্ত্র নাই—জাঙ্গিয়া পরিয়া থাকিতে হয়। উদরে অন্ন নাই—কুৎসিত মোটা চাউলের ভাত খাইতে হয়। পেট ভরিয়া যে কতদিন খাই নাই, তাহা মনে করিয়াও আনিতে পারি না। এক কথায়, আমার কষ্টের ও দুঃখের শেষ নাই।

যাহারা আমার মত অবস্থায় অন্ততঃ দুইদিনও কাটাইয়াছে, তাহারাই আমার দুঃখ কতক বুঝিবে; ভদ্রলোক আমার দুঃখ বুঝিতে কখনই সমর্থ হইবেন না, কল্পনা করিয়াও আমার অবস্থা বুঝিতে পারিবেন না।

আমার মনের ভিতর যে দুঃখ-রাশি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যদি দেখাইবার হইত, তবে দেখাইতাম; বলিয়া কি করিব? যে দুঃখের আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই— যাহা আজীবন বলিয়াও শেষ করিতে পারিব না; সেই অসীম অনন্ত দুঃখের কাহিনী বলিয়া লাভ কি?

আপনারা কি আমার দুঃখ বুঝিবেন? আমার জীবন-কাহিনী কি একবার পড়িবেন? ইহাতে আপনাদিগের মনে আনন্দ হইবে না, ইহা ভাল লাগিবে না। ইহা গল্প নহে, উপন্যাস নহে—ইহাতে রাজা বা রাজপুত্র নাই, সেনাপতি নাই, যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, ঝড় বৃষ্টি—মেঘ গর্জ্জন নাই, বজ্রপাত নাই, সুন্দর বন বা উপবন নাই, দেবমন্দির নাই, যোগী ঋষি নাই, সরোবর নাই, পদ্ম নাই, সুন্দরী রমণী নাই, রূপবর্ণন নাই, নব-দম্পতির নব-প্রণয়-সম্ভাষণ প্রভৃতি কিছুই নাই। ইহাতে কেবলমাত্র এই হতভাগার জীবনের স্থূল স্থূল কয়েকটী প্রকৃত কথা আছে। কিরূপে আমার মন কলুষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে দুষ্কর্ম্মের সোপানশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়াছে এবং পরিশেষে কিরূপেই বা আমার এরূপ দুর্গতি হইয়াছে, সেই সকল দুঃখের কাহিনী যতদুর বলিতে সমর্থ হইয়াছি, বলিতে চেষ্টা করিয়াছি; সমস্ত বলিবার ক্ষমতা নাই, মনেও নাই। যে দুঃখরাশি আমার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে,

এবং প্রতিদিন অন্যান্য অনেকের অদৃষ্টেও ঘটিতেছে, ইহাতে কেবলমাত্র তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা মানব-জীবন অধ্যয়ন করিতে চাহেন, তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই দুঃখ-কাহিনী একবার পাঠ করেন, তাহা হইলে বুঝিবেন যে, মনুষ্যগণ দুষ্ট লোকের কুচক্রে ও প্রলোভনে পতিত হইয়া, হিতাহিত জ্ঞানের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, ক্রমে কি ভয়ানক অবস্থায় উপনীত হয়, এবং মানব-সমাজের ঘৃণার পাত্র হইয়া কিরূপ দুঃখ ও কষ্টের সহিত জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"এই কলিকাতা নগরীতে আমার জন্মস্থান। আমার পিতা কায়স্থ-মণ্ডলীর মধ্যে একজন গণ্য মান্য লোক। তিনি প্রকৃত বড় মানুষ না হইলেও, তাঁহাকে দরিদ্র অবস্থাপন্ন বলা যায় না। নিজের, যেমন হউক, বড়গোছের একটী বাসোপযোগী ও কয়েকখানি ভাড়াটিয়া বাড়ী আছে। মুহূর্ত্তের নিমিত্ত দিনপাতের ভাবনা ভাবিতে হয় না।

আমরা তিন সহোদর, তাহার মধ্যে আমি সকলের জ্যেষ্ঠ। মধ্যমটী এখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কেবলমাত্র সংসারক্ষেত্রে উপস্থিত। কনিষ্ঠের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা আমা কর্ত্তৃক ঘটিয়াছে, তাহা পাঠকগণ ক্রমে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতায় আমি অনেকের নিকট সুপরিচিত। এখনও আমার পিতা ও ভ্রাতা সভ্য-সমাজে স্থান পাইয়া থাকেন বলিয়া, আমি বাধ্য হইয়া জন-সমাজে আমার নাম পরিচিত করিতে বিরত রহিলাম। একে আমি আমাদের কুল কলঙ্কিত করিয়াছি, তাহাতে আবার সকলের নিকট প্রকাশ হওয়া অতীব লজ্জার বিষয়। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা আমার অবস্থা বিশেষরূপে অবগত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমার করযোড়ে ও বিনীতভাবে নিবেদন যে, তাঁহারা যেন অন্যের নিকট আমার পরিচয় প্রদান না করেন। আমিও প্রকৃত নাম গোপন করিয়া আমার সর্ব্বজন-বিদিত “ডাক্তার” বা “ডাক্তার বাবু” নামেই পরিচিত হইলাম।

অতি শৈশবকাল হইতে পিতা মাতা আমাকে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করেন ও পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে না হইতে একটী সুশিক্ষিত ও সদ্বংশজাত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেন। তিনি দিবা রাত্রি আমাদের বাটীতে থাকিতেন এবং অনবরত আমাকে তাঁহার সঙ্গে রাখিয়া নানাপ্রকার সদুপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করিতেন। তিনি আমার চরিত্র, পাঠে মনঃ-সংযোগ ও অধ্যবসায় প্রভৃতি দেখিয়া আমার পিতার নিকট সর্ব্বদা বলিতেন যে, এরূপ বুদ্ধিমান বালক সহস্রের মধ্যে একটীও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় একটী শুভদিন দেখিয়া পিতা আমাকে কলিকাতার একটি প্রধান বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ দুই তিন দিবসের মধ্যেই আমার বুদ্ধির সবিশেষ পরিচয় পাইয়া আমাকে অতিশয় ভালবাসিতে লাগি-

লেন। এক দিবস শিক্ষাবিভাগের একজন কর্ম্মচারী আমাদিগের পরীক্ষা লইলেন, এবং যাইবার সময় আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে বলিয়া গেলেন, 'আমি যতদিন শিক্ষাবিভাগে কর্ম্ম করিতেছি, তাহার মধ্যে এরূপ বুদ্ধিমান বালক আমার নয়নগোচর হয় নাই। যদি ইহার চরিত্র কলুষিত না হয়, তাহা হইলে এই বালকটী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটী উজ্জ্বল রত্ন হইবে।'

আমি এই কথাগুলি শুনিলাম; শুনিয়া আমার মনে কেমন এক প্রকার আনন্দ হইল—নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল। কিন্তু সেই ভাব মনে গোপন রাখিতে পারিলাম না। বাটীতে যাইবামাত্র প্রথমে মাতা, তৎপরে শিক্ষককে সবিশেষ বলিলাম। তাঁহারা সকলেই শুনিলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিলেন না।

পূর্ব্বে আমার হৃদয়ে যে ভাবের ছায়া পড়িয়াছিল, ক্রমে তাহা আরও স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল। মনে মনে সর্ব্বদা ভাবিতে লাগিলাম, আমার মত বুদ্ধিমান বালক আর নাই। আমি যেরূপ লেখা পড়া শিখিতেছি, সেরূপ করা অন্যের অসাধ্য।

এইরূপে বৎসর বৎসর সুখ্যাতির সহিত পারিতোষিক পাইয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্থিত হইলাম। তখন আমার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর, কিন্তু ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে সেই সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অধিকার ছিল না; সুতরাং সেই শ্রেণীতে তিন বৎসর কাল থাকিতে হইল। সেই সময় আমার শিক্ষক—যিনি আমাদের বাটীতে থাকিয়া নিয়ত আমার উন্নতি চেষ্টা করিতেন—যাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে সকলেই

আমাকে ভাল বাসিতেন, তিনি—হঠাৎ কাল-কবলে পতিত হইলেন। পিতা আমাকে একজন অধ্যবসায়-শালী বিদ্যার্থী জানিয়া আর অন্য শিক্ষক নিযুক্ত করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। আমিও ক্রমে ক্রমে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"আমার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর হইল, এই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হইবে। মনে মনে আমার পিতা মাতা আশা করিতে লাগিলেন যে, আমি বৎসরের শেষে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, এবং নিয়মিত মাসিক বৃত্তি পাইব। আমারও মন হইতে সেই আশা মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তিরোহিত হইল না; কারণ আমি বাল্যকাল হইতে পিতা, মাতা, শিক্ষক ও আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকলের মুখেই শুনিতাম, 'আমার মত বুদ্ধিমান বালক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।' এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে ক্রমেই ধারণা হইয়াছিল যে, আমি যতদূর বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি, তাহা অন্যের অসাধ্য; আর যত পড়ি, বা না পড়ি, পরীক্ষায় নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইব, এবং মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া পিতা মাতার বহুকাল-সেবিতা আশালতাকে ফলবতী করিব।

এই সময়ে ঘটনাক্রমে ঐ শ্রেণীতে আমার একজন সঙ্গী মিলিল। ইহাঁর নাম কেদারনাথ বসু। কেদারনাথ ৫ বৎসর

একই শ্রেণীতে পড়িতেছেন। প্রত্যেক বৎসরেই পরীক্ষা দেন, কিন্তু তাঁহার নিজের দোষেই হউক বা তাঁহার পরীক্ষকের দোষেই হউক, একবারও উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। কেদার অতিশয় গল্প-পটু। তাঁহার গল্প একবার শুনিতে আরম্ভ করিলে, শেষ না করিয়া কাহারও উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না; বরং তাঁহার হাবভাব দেখিয়া—মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি শুনিয়া, হাসিতে হাসিতে পেটের ভিতর বেদনা উপস্থিত হয়। তাঁহার গল্প যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। ইহা ব্যতীত তিনি অতি উত্তম গান করিতে ও বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার গান ও গল্প শুনিবার নিমিত্ত বালকগণ তাঁহাকে অতিশয় যত্ন করিত এবং তিনিও সকল সময়েই অনুরোধ রক্ষা করিতেন। বর্ত্তমান গায়ক-মণ্ডলীর মত তাঁহার অহঙ্কার বা আপত্তি ছিল না।

কেদারের কিন্তু দুইটী মহৎ দোষ ছিল, তাহা বালকগণ অবগত ছিল না, আমিও পূর্ব্বে তাহার কিছুমাত্র বুঝিতে সমর্থ হই নাই। তিনি সকলকে লুকাইয়া কখন কখন একটু একটু মদ্য পান করিতেন এবং প্রায়ই সন্ধ্যার পর, কখনও বা অবকাশ-মত দিবাভাগে তাঁহার কোন বন্ধুর বাটীতে যাইবেন বলিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইতেন, কিন্তু সেই সময় কেদারকে তাঁহার কোনও বন্ধুর বাটীতে দেখা যাইত না; বরং দুই এক দিবস সন্ধ্যার পর তাঁহাকে কখন হাড়কাটা গলিতে, কখন চিৎপুর রাস্তায়, কখন বা সোণা-গাছিতে কেহ কেহ দেখিয়াছেন, এরূপ শুনা গিয়াছে। কেদার সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। কি গ্রীষ্মকাল,

কি বর্ষাকাল, সকল সময়েই তাঁহার পায়ে বিলাতী বার্ণিস করা চক্‌চকে জুতা ও পরিষ্কার সাদা মোজা দেখা যাইত। তাঁহার গায়ে যে কামিজটা ও কোঁচান চাদর খানি থাকিত, তাহা কেহ কখন একটুমাত্র অপরিষ্কার দেখে নাই। সোণার বোতামগুলি ও চেন ছড়াটি সকল সময়েই ঝক্‌ঝক্ করিত। কেদারের মস্তকের চুলগুলি সতত দুইভাগে বিভক্ত থাকিত, ও তাহা হইতে সুগন্ধি গোলাপের গন্ধ ভুর্ ভুর্ করিয়া সর্ব্বদা বাহির হইত।

গত তিন বৎসর হইতে আমার হৃদয়ে যে সর্ব্বনাশের বীজ রোপিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কেদারের সহিত অল্পে অল্পে আমার যে প্রকার বন্ধুতা ও ভালবাসা স্থাপিত হইয়াছিল, এখন ক্রমে ক্রমে তাহা আরও গাঢ়তর হইতে লাগিল। কেদার আমার সহিত যেরূপ ভাবভঙ্গী দেখাইতে লাগিলেন, আমার উপর সতত যেরূপ দয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন, সর্ব্বদা যেরূপ আমার উপকারের চেষ্টায় মন ও প্রাণ অর্পণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে আমি মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিতে পারিলাম না যে, কেদার হইতে আমার কোনও রূপ অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, অথবা তাঁহার দ্বারা আমার সর্ব্বনাশের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে।

ক্রমে ক্রমে কেদার আমার একজন পরম বন্ধু হইয়া উঠিলেন। অবিরত উভয়ে একত্রে থাকিতে ইচ্ছা হইল। এমন কি কেদার যদি এক দিবস স্কুলে না আসিতেন, এক দিবস যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাইতাম, তাহা হইলে সেই

দিবস আমার মনে কি প্রকার কষ্ট হইত,- তাহা আমিই জানিতাম। যে পর্য্যন্ত তাঁহাকে পুনরায় দেখিতে না পাইতাম, সেই পর্য্যন্ত কষ্টের লাঘব হইত না।

এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল, ক্রমে আমরা উভয়েই উভয়ের বাটীতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলাম; একত্রে শয়ন, একত্রে উপবেশন ও একত্রে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার সময় কথন ইডেন উদ্যানে যাইয়া মনোহর বাদ্য শ্রবণ করিতে করিতে কলিকাতা নগরীর প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ইংরাজ, বাঙ্গালী, মুসলমান, ইহুদি প্রভৃতির সহিত পদচারণ করিতে লাগিলাম; কথন বিডন্ স্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতির ধর্ম্ম-বিবাদ শ্রবণ করিতে লাগিলাম; এবং কথন বা কলনাদিনী ভাগিরথীর তীরে বসিয়া প্রকৃতির সায়ংকালীন মনোহর শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে দিনযাপন করিতে লাগিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"এক দিবস সন্ধ্যার পর আমরা উভয়ে গল্প করিতে করিতে চিৎপুর রাস্তা দিয়া গমন করিতেছি, এমন সময় "কেদার বাবু" "কেদার বাবু" এই শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম, কাহাকেও দেখিতে

পাইলাম না। পার্শ্বে বা সম্মুখেও কাহাকে লক্ষ্য হইল না; কিন্তু দুই এক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই আবার "কেদার বাবু" শব্দটী শুনিতে পাইলাম। স্বর বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত বলিয়া বোধ হইল। ঊর্দ্ধে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ইষ্টক-নির্ম্মিত একটী দ্বিতল গৃহের বারাণ্ডায় ৮।১০টী স্ত্রীলোক উত্তম উত্তম বসন-ভূষণে ভূষিতা হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটী স্ত্রীলোক বারম্বার কেদার বাবুকে সম্বোধন করিতেছে।

বাল্যকাল হইতে আমি উহাদিগকে চিৎপুর রাস্তার দুই পার্শ্বে ও অন্যান্য স্থানে দেখিয়া আসিতেছি। উহারা এই নগরীর বিশেষ অনিষ্টকারী বারবনিতা বলিয়া অতিশয় ঘৃণাও করিয়া থাকি। বাল্যকাল হইতে আমার বিশ্বাস যে, উহা-দিগের বাটীর ভিতর একবার প্রবেশ করিলে, মানবগণকে ভয়ানক বিপদে পতিত হইতে হয়। অদ্য উহাদিগের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক কেদার বাবুকে ডাকিতেছে দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইলাম ও সেইস্থানে দাঁড়াইলাম। কেদার বাবু উহাদিগের মধ্যে এক জনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আমাকে ডাকিতেছ কেন?" সে উত্তর করিল, "বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে আর আপনাকে ডাকিব কেন? আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার উপরে আসেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই। বিশেষ আবশ্যক ভিন্ন আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হইতেছি না।"

কেদার বাবু উত্তর করিলেন, "আমি এখন যাইতে পারি না; কারণ আমার সহিত এই বন্ধুটী আছেন, ইহাকে এই

স্থানে রাখিয়া যাইতে পারিব না, অথচ ইঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেও ইচ্ছা করি না। যদি তোমার কোন বিশেষ আবশ্যক থাকে, তাহা হইলে তুমি আমাদিগের বাটীতে যাইয়া, দেওয়ানজিকে বলিলেই তোমার উদ্দেশ্য সাধন হইবে।”

কেদার বাবু এই সময়ে আমাকে আস্তে আস্তে বলিলেন,—“এই বাড়ীটী আমাদিগের, উহারা আমাদিগের প্রজা। বোধ হয় কোন প্রকার কষ্ট হইয়াছে বা কেহ উহাদিগের উপর কোনও রূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহাই বলিবার নিমিত্ত আমাকে ডাকিতেছে।”

ঐ স্ত্রীলোকটী পুনরায় বলিল, “কেদার বাবু! বিশেষ আবশ্যক না থাকিলে আমি আপনাকে ডাকিতাম না, আপনাদিগের বাটীতে যাইতাম। বিশেষ আপনার সহিত একটী ভদ্রলোক রহিয়াছেন দেখিতেছি। তবে নিতান্ত দায়ে পড়িয়াছি, এই জন্য পুনরায় বলিতেছি, যদি আপনার বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া অন্ততঃ দুই মিনিটের নিমিত্ত একবার উপরে আসিলে বিশেষ বাধিত হইব। আর আপনার সঙ্গী ভদ্রলোকটীকেও সঙ্গে লইয়া আসুন। কেবল একটীমাত্র কথা শুনিয়া চলিয়া যাইবেন—বিলম্ব হইবার কোন কারণই নাই।”

কেদার বাবু আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “চল ভাই, স্ত্রীলোকটী কি বিপদে পড়িয়াছে, একবার যাইয়া দেখিয়া আসি; কিন্তু কোন ক্রমেই দুই মিনিটের অধিক বিলম্ব করিব না।” আমি প্রথমে যাইতে অস্বীকার করিলাম; পরে কেদার বাবুর অনুরোধ কোন প্রকারে লঙ্ঘন করিতে

না পারিয়া আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে স্বীকৃত হইলাম; কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম, 'বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেই যেন কিরূপ ঘোর বিপদে পতিত হইতে হইবে।' এক পা দুই পা করিয়া কেদার বাবুর সহিত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। বাল্যকাল হইতে আমার যেরূপ বিশ্বাস ছিল, সে প্রকার কোনরূপ বিপদ দেখিতে পাইলাম না।

আমি যে কি কুলগ্নে এই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম, তাহা তখন বুঝিতে পারিলাম না, পরে কিন্তু বুঝিয়াছিলাম। কেদারের উপর আমার অটল বিশ্বাস ও ভালবাসার ফল ক্রমে ফলিয়াছিল। তিন বৎসর পুর্ব্বের রোপিত বীজের অঙ্কুরের লক্ষণ অদ্য হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কেদার বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বিনা কষ্টে উপরে উঠিলাম। ঐ বাটীর ভিতরের সমস্ত অবস্থা কেদার বাবুর ভালরূপ জানা ছিল বলিয়া বোধ হইল; নতুবা যে প্রকার সোপান-শ্রেণী দিয়া উঠিতে হইল, কোনও নূতন লোক হইলে সেই বাড়ীর লোকের সাহায্য ব্যতিরেকে কখনই উহা খুঁজিয়া লইতে সমর্থ হইত না। কিন্তু কেদারের তাহা করিতে হইল না।

উপরে উঠিয়া দেখিলাম, একটী কক্ষের দ্বারে সেই স্ত্রীলোকটী দাঁড়াইয়া আছে। সে আমাদিগকে দেখিবামাত্র অতিশয় ব্যস্ত হইয়া যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিল ও অগ্রে অগ্রে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। কেদার ও আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরের ভিতর গমন করিলাম। সে আমাদিগকে বসিতে বলিল।

এই ঘরটী উত্তর দক্ষিণে লম্বা, ছোটও নহে অথচ অতিশয় বড়ও নহে; কিন্তু পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও উত্তমরূপ সজ্জিত। সাদা ধপ্‌ধপে দেওয়ালের ধারে ধারে সবুজ বর্ণের লতা পাতা ও ফুল দেখা যাইতেছে। আটখানি বড় বড় বিলাতী ছবি ঘরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে দেওয়ালের গায় সাজান রহিয়াছে, ঘরের মধ্যস্থলে লম্ববান্ প্রজ্জলিত ঝাড়ের আলো উহার উপর পড়িতেছে; বোধ হইতেছে, ছবিগুলি চিত্রকরের হস্তে চিত্রিত নহে, ঈশ্বরের সৃষ্ট চেতন পদার্থ। ঝাড়টী দেখিতে অতি পরিপাটী, ৩২টী ডাল আছে ৩২ রঙ্গের—তাহার মধ্যে ৪টী মাত্র জ্বলিতেছে। উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ে একখানি বৃহৎ আয়না, দেওয়াল ব্যাপিয়া মাথা হেলানভাবে রহিয়াছে; ইহার ভিতর ঐ ঘরের সমস্ত দ্রব্য দেখা যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে একটী দরজার মধ্য দিয়া, অন্য আর একটী ঘরের ভিতরস্থিত একখানি খাট দেখা যাইতেছে। উহা একটী পরিষ্কার মশারির দ্বারা আচ্ছাদিত। ঐ দরজার একপার্শ্বে একটী মেহগ্নি কাষ্টের আল্‌মারি ঝক্ ঝক্ করিতেছে—তাহার উপর কতকগুলি কাঁচের বাসন সাজান রহিয়াছে। লম্বা ঘরের মেজেতে একখানি সতরঞ্চ বিস্তৃত ও উহা একখানি পরিষ্কার সাদা

চাদরে আবৃত রহিয়াছে। উহার উপর বড় বড় বালিস সারি সারি সাজান রহিয়াছে, এবং একপার্শ্বে কয়েকটী রূপার বাঁধা হুঁকা পিত্তল-নির্ম্মিত মনুষ্য-প্রতিকৃতির হস্তে বৈঠকের উপর শোভা পাইতেছে। কেদার বাবু সেইস্থানে ঐ সতরঞ্চের উপর একটী বালিসে বামকনুই ভর দিয়া অর্দ্ধশয়িতাবস্থায় বসিলেন; আমিও তাঁহার নিকট নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া রহিলাম। "রামদাস পান নিয়ে এস" বলিয়া একবার ডাকিয়া স্ত্রীলোকটী আমাদের উভয়েরই গা ঘেঁসিয়া বসিল।

ঐ স্ত্রীলোকটীর নাম গোলাপ। গোলাপের রূপ বর্ণন করিবার আমার ইচ্ছা নাই, কারণ পাঠক মহাশয়গণ যে মুখে শত শত প্রাতঃস্মরণীয় রমণীর রূপ-বর্ণন পড়িয়াছেন—সহস্র সহস্র পতিপ্রাণা সাধ্বী স্ত্রীলোকের রূপের মাধুরী কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই মুখে চিৎপুর রাস্তার একটী বার-বনিতার রূপ-বর্ণন পড়াইয়া তাঁহার রসনাকে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, কেদার ইহার রূপের অতিশয় পক্ষপাতী ছিল। পরে আমিও সকলের নিকট বলিয়াছি, গোলাপের মত সুন্দরী স্ত্রীলোক কলিকাতায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন আমি আমার চক্ষে তাহাকে যদিও অতিশয় সুন্দরী দেখিতাম সত্য; কিন্তু আমার বন্ধুগণ মধ্যে মধ্যে আমাকে বলিতেন,—"গোলাপকে সুন্দরী বলা যায় না, সে সুন্দরী নহে। তাহার বর্ণ ব্যতীত অন্য অঙ্গসৌষ্ঠব কিছুমাত্র নাই। যৌবনের প্রারম্ভে সাধারণতঃ স্ত্রীলোক মাত্রই যেরূপ দেখায়, এও তাই।" এ সকল কথা আমার ভাল লাগিত না, আমি তাহাদিগের উপর অসন্তুষ্ট হইতাম। যাহা হউক,

দেখিতে দেখিতে গোলাপের 'সখের খানসামা' রামদাস পানের বাটা আনিয়া গোলাপের সম্মুখে রাখিয়া দিল, এবং পার্শ্বস্থিত হুঁকার উপর হইতে একটী কলিকা উঠাইয়া লইয়া তামাক সাজিবার নিমিত্ত বাহিরে গমন করিল। গোলাপ পান তৈয়ার করিয়া প্রথমেই আমাকে দিল। উহার হস্ত হইতে পান লইতে আমার লজ্জা ও ঘৃণাবোধ হইতে লাগিল। আমি সঙ্কুচিত হইলাম, কিন্তু কেদার বাবুর অনুরোধে আমি উহা গ্রহণ করিলাম। কেদার বাবু একটী লইলেন, পরিশেষে গোলাপও আপনাকে ফাঁকি দিল না। রামদাস তামাক সাজিয়া আনিয়া একটী হুঁকা কেদার বাবুর হস্তে দিয়া প্রস্থান করিল। পান চিবাইতে চিবাইতে তিনি অল্পে অল্পে ধূমপান করিতে লাগিলেন। গোলাপ নানাপ্রকার মিষ্ট বাক্যে আস্তে আস্তে কেদার বাবুর সহিত গল্প করিতে আরম্ভ করিল; মধ্যে মধ্যে আমাকেও দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"গোলাপের স্বর এরূপ মৃদু ও মধুর, এবং কথাবার্ত্তা এরূপ সরল, বোধ হইতে লাগিল যে, কেহই তাহাকে অবিশ্বাসিনী বা কপটাচারিণী মনে করিতে পারে না। আমি তাঁহার মুখ-নিঃসৃত মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলি শ্রবণ করিয়া, মনে মনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতি-

বাহিত হইল, কিন্তু কি নিমিত্ত গোলাপ, কেদার বাবুকে ডাকিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলাম না। দেখিতে দেখিতে কেদার বাবু উঠিয়া বাহিরের বারান্দায় গমন করিলেন, কিন্তু তাঁহার হস্তস্থিত হুঁকা পরিত্যাগ করিলেন না; গোলাপও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান করিল। আমি সেই স্থানেই বসিয়া রহিলাম, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম,—'বাল্যকাল হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া রাত্রিদিন আমি যে সকল স্ত্রীলোককে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম—যাহাদিগের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে মহাপাপ সংঘটিত হইবে, ভাবিতাম—যাহাদিগের বাটীর ভিতর এক পদ অগ্রসর হইলে ভয়ানক বিপদ্‌জালে জড়ীভূত হইব বলিয়া বিশ্বাস করিতাম—এখন দেখিতেছি, সেই ভাবনা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলকমাত্র। যে স্ত্রীলোক এরূপ সরল ও সাধু ভাবে আমাদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেছে—যাহার হৃদয়ের মধ্যস্থিত স্তর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে—তাহার নিকট কোন প্রকারেই অনিষ্ট আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই।' আমি এইরূপ চিন্তা করিতেছি ও তাহার ঘরের সৌন্দর্য্য অনিমিষ-লোচনে দর্শন করিতেছি, এমন সময়ে বারান্দা হইতে উভয়েই প্রত্যাগমন করিলেন। কেদার হুঁকাটী রামদাসের হস্তে অর্পণ করিয়া আমাকে কহিলেন, "চল ভাই, অনেক বিলম্ব হইয়াছে।"

গোলাপ কেদার বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কেদার বাবু! আমিও মহাশয়দিগকে আর অধিক কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। যাহা হউক, অনেকক্ষণ হইতে আপনাদিগকে কষ্ট

দিতেছি বলিয়া অসন্তুষ্ট হইবেন না, ক্ষমা করিবেন। স্ত্রীলোক সহস্র দোষ করিলেও পুরুষের নিকট ক্ষমার্হা বলিয়াই এতদূর সাহসী হইয়াছি, এবং সেই সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই পুনরায় বলিতেছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া কল্য আর একবার এখানে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত ও বাধিত হইব, এবং মনে ভাবিব যে, আমার উপর আপনার সাতিশয় অনুগ্রহ আছে।” গোলাপ পরিশেষে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “মহাশয়! আপনার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় নাই। বিশেষতঃ আমরা যেরূপ নিন্দনীয় পথ অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে মহাশয়দিগের ন্যায় সদাশয় ব্যক্তিগণকে কোন বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ করিতে সাহস হয় না; তবে কেদার বাবু মহাশয়ের বন্ধু বলিয়াই এইমাত্র বলিতে সাহসী হইতেছি। অনুগ্রহ করিয়া কেদার বাবুর সহিত কল্য এখানে একবার আসিলে আমি আমাকে নিতান্ত শ্লাঘ্যমনে করিব, এবং আপনাকেও, কেদার বাবুর সদৃশ আমার একজন পরম বন্ধু বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিব।” এই বলিয়া আমাদিগকে ৪টী করিয়া পান প্রদান করিলে আমি ও কেদার বাবু সেইস্থান পরিত্যাগ করিলাম। গোলাপ নীচের দরজা পর্য্যন্ত আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। সেই দিবস আমরা উভয়েই আপন আপন বাটীতে গমন করিলাম। বাল্যকাল হইতে যে বিশ্বাস আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, অদ্য হইতে তাহা তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইল।

পরদিন সন্ধ্যার পর কেদারের সহিত পুনরায় গোলাপের বাটীতে গেলাম। অদ্য কেদারকে আর কিছুই বলিতে হইল

না, দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া কেদারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোলাপের বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। সেদিন গোলাপের মিষ্ট বচনে, সাধু ব্যবহারে ও যত্নে, আরও সন্তুষ্ট হইলাম। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সেইস্থানে অতিবাহিত করিয়া চলিয়া আসিবার কালে, গোলাপ পুনরায় পরদিবস আসিবার জন্য অনুরোধ করিল।

তৃতীয় দিবস সেইস্থানে গমন করিয়া আরও প্রীত হইলাম। এইরূপে প্রত্যহ গোলাপের বাড়ী যাই, দুই একঘণ্টা সেইস্থানে থাকিয়া নানাপ্রকার গল্প, হাস্য ও কৌতুক করি, এবং প্রত্যহ নানাপ্রকার সুখাদ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করি। এখন ঘৃণা ও লজ্জা আর নাই, তবে বাটীর ভিতরে যাইবার ও বাহিরে আসিবার সময় বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদিত করি মাত্র; ভয়— পাছে কেহ দেখিতে পায়। যাহা হউক, গোলাপের বাটী হইতে আসিবার সময় যে দিবস বৃষ্টি হয়, সেই দিবস গোলাপ তাহার নিজ ব্যয়ে গাড়ি করিয়া আমাদিগকে আপন আপন বাটীতে পাঠাইয়া দেয়।

এইরূপে প্রায় একমাস অতীত হইল, দিন দিন ক্রমে ক্রমে গোলাপের সহিত ভালবাসা বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার বাল্যকালের বিশ্বাস সুদূরে পলায়ন করিল। ক্রমে আরও ছয়মাস কাটিয়া গেল। এক দিবস সন্ধ্যার পর আমি, কেদার ও গোলাপ বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় কামিনী নাম্নী আর একটী স্ত্রীলোক অন্য ঘর হইতে আসিয়া আমাদিগের নিকট বসিল এবং কেদার বাবুকে বলিল, "বাবু! আজ আমাদিগকে কিছু খাওয়াইতে হইবে।" কেদার সম্মত হইল, এবং রামদাসকে চুপে চুপে কি বলিয়া দিল। রামদাস

প্রস্থান করিল ও দশ মিনিট অতীত হইতে না হইতেই দুইটী বোতল এবং কিছু খাদ্য সামগ্রী লইয়া পুনরায় উপস্থিত হইল। কেদার ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিয়া গোলাপ ও কামিনীর সহিত একত্রে মদ্য পান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বাটীর অপর দুই একটী স্ত্রীলোকও আসিয়া উহাতে যোগ দিল।

আমি এ পর্য্যন্ত উহার আস্বাদন পাই নাই; কারণ বাল্যকাল হইতে সুরার উপর আমার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। যে স্থানে কেহ সুরাপান করিত, আমি সেইস্থান ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিতাম। এমন কি, সুরাপায়ী ব্যক্তির ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতাম না। অদ্য কিন্তু আমার আর সেরূপ মনের ভাব রহিল না। ঐ স্থান ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, আমিও তাহাদের সহিত একত্র বসিয়া নিজ হস্তে সকলকে বোতল হইতে সুরা ঢালিয়া দিতে লাগিলাম, সকলে পান করিতে লাগিল; আমি কিন্তু সে দিবস পান করিলাম না।

দ্বিতীয় দিবস আবার সুরাপানের উদ্যোগ হইল, সুরা আসিল, সকলে পান করিতে লাগিল। আমি সকলের— বিশেষতঃ গোলাপের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিলাম মাত্র, কিন্তু পান করিলাম না। তৃতীয় দিবস মুখে লইয়া ফেলিয়া দিলাম, চতুর্থ দিবস অল্প মাত্র কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত নামিল, পঞ্চম দিবস উদরস্থ হইল। ক্রমে এক মাসের মধ্যে আমি অন্য সকলের ন্যায় একজন সমান অংশীদার হইয়া উঠিলাম। উহার আনুষঙ্গিক যে যে দোষ হইতে পারে, তাহার সকল গুলিতেই আমার অধিকার

জন্মিল। গোলাপকে এত দিবস পর্য্যন্ত যেরূপ ভাবে দেখিতাম, এখন হইতে তাহাকে আরও সহস্রগুণে সুন্দরী দেখিতে লাগিলাম—তাহাকে আরও ভালবাসিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার কপাল পুড়িল, লজ্জা, ভয় ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া গোলাপ আমার সর্ব্বনাশ করিল। তখন হৃদয় হইতে সমস্ত ভাবনা দূরীভূত করিয়া কেবলমাত্র গোলাপের ভাবনাতেই রাত্রিদিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে এক দিবস প্রাতঃকালে সোণাগাছিতে অতিশয় গোলমাল শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম, পুলিসের কর্ম্মচারীগণ সেইদিকে যাইতেছে, সুতরাং আমিও তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। দেখিলাম, একটী দ্বিতল বাটীর প্রাঙ্গনে এক ব্যক্তি মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে,—তাহার হস্ত, পদ ও মস্তক চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম, দেখিয়া চিনিলাম যে, আমার সেই পরম বন্ধু,—কেদার বাবুরই এই দশা হইয়াছে। যাঁহাকে এক দণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না, তাঁহার এই দশা দেখিয়া আমার মনে যেরূপ দুঃখ হইল, তাহা বলিতে পারি না। সেই দিন হইতে এক বৎসরের মধ্যে এমন একদিনও যায় নাই, যে দিন কেদারের নিমিত্ত আমার চক্ষু দিয়া অন্ততঃ এক বিন্দু জলও না পড়িয়াছে! যাহা হউক, উক্ত মৃতদেহ মেডিকেল কলেজে পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইলে, পুলিস কর্ত্তৃক তাঁহার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান হইতে লাগিল। পরে শুনিয়াছিলাম, ঐ দ্বিতল বাটীতে কতকগুলি বার-বনিতা বাস করে, কেদার বাবু তাহাদিগের একজনের ঘরে বসিয়া আমোদ প্রমোদ ও সুরাপান করিয়া

অতিশয় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, এবং কাহারও কথা না শুনিয়া, পক্ষীগণ যেরূপ শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ উড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ও সেইস্থান হইতে পড়িয়া তাহার এইরূপ দশা হইয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"এখন সন্ধ্যার পর দুই এক ঘণ্টা গোলাপের বাটীতে থাকিয়া আর তৃপ্তি হয় না, ক্রমে দিনমানে যাইতে আরম্ভ করিলাম। স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইল। প্রত্যহ স্কুলে যাইবার নিয়মিত সময়ে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, স্কুলে যাওয়ার পরিবর্ত্তে গোলাপের বাটীতে উপস্থিত হই। সমস্ত দিবস সেই-স্থানে থাকিয়া, আমোদ আহ্লাদ করিয়া, বৈকালে বাটীতে ফিরিয়া আসি। পিতা মাতা মনে করিতে লাগিলেন, আমি পূর্ব্বমত স্কুলে যাইতেছি, এবং পূর্ব্বমত পাঠে মনঃসংযোগ করিতেছি। কিন্তু আমার যে গুণ বাড়িয়াছে, ইংরাজী শিক্ষকের পরিবর্ত্তে গোলাপ যে আমাকে শিক্ষা দিতেছে, তাহা তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিতে পারিলেন না। এইরূপে বৎসর অতীত হইয়া গেল, প্রবেশিকা পরীক্ষার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। পরীক্ষা দিতে হইবে, কিন্তু ছয়মাস কাল পুস্তক হস্তে করি নাই, স্কুলের পথে পদার্পণও করি নাই; কিরূপে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইব? এই সকল বিষয় একবার

ভাবিলাম। মনে মনে একটু আক্ষেপ হইল, অনুশোচনা আসিয়াও উপস্থিত হইল। ভাবিতে ভাবিতে গোলাপের বাটীতে গেলাম। গোলাপ আমার মনের ভাব বুঝিল—আমাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করিল। এক গ্লাস সুরা আনিয়া আমার সম্মুখে ধরিল, আমি পান করিলাম, সকল দুঃখ ও ভাবনা ভুলিলাম। আমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে পরিশেষে পাস হইবার একটী অতি সহজ উপায়ও বাহির করিয়া রাখিলাম।

স্কুলের সকলে পরীক্ষা দিল। পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আমি সেই সময়ে যে উপায় ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া দুষ্কর্ম্মের অন্য আর এক সোপানে পদার্পণ করিলাম। পিতাকে বলিলাম, "আমি পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছি।" তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন, মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। সেই সময় পিতা আমার বিবাহের বন্দোবস্ত করিলেন,—আমিও শুনিলাম, আমার বিবাহ হইবে। শুনিয়াছি, বিবাহের কথা শুনিলে সকলে আহ্লাদিত হন, কিন্তু আমার মনে যে কি ভয়ানক দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা আমিই জানিলাম—আর যদি কেহ আমার মত অবস্থায় কখন পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও বুঝিবেন। কিন্তু কি করি, কিছুই করিতে পারিলাম না; আমার অনভিমতেই বিবাহ হইয়া গেল। প্রতিবেশী-গণের নিকট শুনিলাম যে, আমার স্ত্রী পরমা সুন্দরী; কিন্তু গোলাপ অপেক্ষা, তাহাকে সুন্দরী বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

এক বৎসর হইল, গোলাপের সহিত আমার আলাপ

হইয়াছে; ইহার মধ্যে গোলাপ আমার নিকট হইতে একটী পয়সাও লয় নাই, অথচ এমন দিন ছিল না যে, সে আমার জন্য একটী টাকাও খরচ না করিয়াছে। সে এক দিবসের জন্য আমার নিকট কিছু প্রার্থনা না করিলেও আমি এখন হইতে তাহাকে কিছু কিছু দিতে আরম্ভ করিলাম।

পিতা আমাকে এল্, এ (এফ্, এ) পড়িতে বলিলেন। আমিও সম্মত হইলাম। আমার উপর তাঁহার এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি এক দিবসের নিমিত্ত স্বপ্নেও মনে করিতেন না—আমি তাঁহাকে প্রতারণা করিতেছি। পুস্তকের মূল্য, স্কুলের বেতন, পরীক্ষার ফি, প্রভৃতি আবশ্যকীয় খরচের টাকা যাহা তিনি দিতেন, আমি তাহা লইয়াই গোলাপের নিকট উপস্থিত হইতাম। এইরূপে আরও দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল। এক দিবসের নিমিত্ত স্কুলের পথেও পদার্পণ করিলাম না; কিন্তু ক্রমে পরীক্ষার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম, সকলে পরীক্ষা দিল। ক্রমে পরীক্ষার ফলও বাহির হইল; আমিও দুষ্কর্ম্মের আর এক পদ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলাম। পূর্ব্বমত পিতাকে বুঝাইলাম, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। তিনি আমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন, এবং ডাক্তারি শিখিবার নিমিত্ত আমাকে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইতে বলিলেন। আমি তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম—বুঝিলাম যে, তিনি খরচের টাকা বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। কারণ সেই সময়ে মেডিকেল কলেজের নিয়ম ছিল, যে ব্যক্তি এল্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি শিখিবার নিমিত্ত প্রবেশ করিবে, সে কলেজ হইতে

নিয়মিত বৃত্তি পাইবে, এবং বিনাবেতনে অধ্যয়ন করিতে পারিবে। আমি মহাবিপদে পড়িলাম; কারণ আমার খরচের টাকা বন্ধ হইলে আমি গোলাপের আর কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিব না। অধিকন্তু মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময় এল্, এ, পরীক্ষার প্রশংসাপত্র দেখাইতে না পারিলে, আমার সকল জুয়াচুরি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এই সকল ভাবিয়া আমি অতিশয় অস্থির হইলাম।

এই সময়ে আমার অন্তঃকরণে পুনরায় অনুশোচনার ছায়া পড়িল। উহাকে শীঘ্র অন্তঃকরণ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য কোন প্রকার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইলাম। তখন আমার মন একটু বিকৃত হইল, কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত একটু ভাবনা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল; কিন্তু আমার তীক্ষ্ণবুদ্ধির সাহায্যে তখনই তাহার এক উপায় বাহির করিলাম। জুয়াচুরির অন্য আর এক সোপান ঊর্দ্ধে উঠিলাম।

অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম—ভবানীপুর হইতে এক ব্যক্তি ঐ বৎসর এল্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার নাম ও আমার নাম একই। মনে মনে স্থির করিলাম, আমি ভবানীপুরে যাইয়া তাহার সহিত দুই এক দিবসের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিব; ও কৌশলে তাহার প্রশংসাপত্র চুরি করিয়া আনিব। এই পরামর্শ স্থির করিয়া পরদিন ভবানীপুরে গেলাম। সন্ধান করিয়া তাহার বাটীও পাইলাম, দেখিলাম, আমার অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ আরও পরিষ্কার হইয়াছে। কারণ দুই তিন দিবস হইল, সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তাহার এক-মাত্র বৃদ্ধামাতা পুত্রশোকে অধীরা হইয়া রোদন করিতেছে।

আমি ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধার নিকট যাইয়া কুটুম্ব বলিয়া পরিচয় দিলাম,—তাঁহার দুঃখে কপট দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেও চেষ্টিত হইলাম। এইরূপে নিত্য নিত্য তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা, এবং তাঁহার আবশ্যকীয় খরচের নিমিত্ত দুই এক টাকার সাহায্যও, করিতে লাগিলাম। ক্রমে পাঁচ সাত দিবসের মধ্যে বৃদ্ধা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন। এক দিবস তাঁহার ঘরে যত কাগজপত্র ছিল, সমস্ত আনিয়া আমাকে দেখাইলেন ও বলিলেন, "ইহার ভিতর কোন আবশ্যকীয় কাগজপত্র আছে কি না বাছিয়া দাও।" আমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল। প্রশংসা পত্রখানি প্রথমেই আপনার পকেটে রাখিলাম। অন্য কাগজপত্র অন্বেষণ করিতে করিতে এক-খানি ১০৲ দশ টাকার ও একখানি ১০০৲ টাকার নোট পাইলাম। দশ টাকার নোটখানি বৃদ্ধাকে দিলাম, সে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিল। অপর খানির বিষয় তাহাকে কিছুমাত্র বলিলাম না, সেইখানি লুকাইয়া আনিয়া গোলাপের হস্তে অর্পণ করিলাম। গোলাপ সন্তুষ্ট হইল; সে দিবস আরও অধিক যত্ন করিল। বৃদ্ধার সহিত সেই দিবস হইতে সম্বন্ধ মিটিল, আর ভবানীপুরের দিকে পদার্পণ করিলাম না।

পরদিন মেডিকেল কলেজে গমন করিয়া ঐ প্রশংসাপত্র দেখাইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। নিয়মিত বৃত্তি পাইবার আদেশ হইল। এতদিবস পর্য্যন্ত কেবল পিতাকেই ফাঁকী দিয়াছি, অদ্য বিলাতী চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। পিতা খরচের টাকা বন্ধ করিলেন সত্য, কিন্তু মাসিক বৃত্তির টাকা

যে কি করিতেছি, তাহা এক দিবসের নিমিত্তও জিজ্ঞাসা করি-লেন না। বলা বাহুল্য, তাহা মাসে মাসে গোলাপের হস্তে অর্পিত হইতে লাগিল। এই সময় আমার আমোদের কিছু ব্যাঘাত জন্মিল; কারণ সমস্ত দিবস গোলাপের বাটীতে থাকিতে পারিতাম না, নিয়মিত সময়ে একবার কলেজে যাইতেই হইত। কোন দিবস কলেজে গমন করিতে না পারিলে সে দিবসের বৃত্তির টাকা পাওয়া যায় না, ইহাই কলেজের নিয়ম; সুতরাং কলেজে গমন না করিলে গোলাপের টাকা কম পড়িত। এই নিমিত্ত প্রত্যহই একবার কলেজে যাইতে হইত; কিন্তু সময় পাইলেই সেইস্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়া গোলাপের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। এইরূপে তিন বৎসর অতীত হইল, কিন্তু পুস্তকের তিন পাতাও উল্টাইতে হইল না, অথচ ডাক্তারি বিদ্যায় পারদর্শী হইলাম!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষার দিন নিকট হইল, মনে মনে কত ভাবনা হইল। যদি পরীক্ষা না দিতে পারি, তাহা হইলে বৃত্তির টাকা বন্ধ হইবে, গোলাপকে আর কিছুই দিতে পারিব না। পরীক্ষার কেবলমাত্র দুইদিন বাকী আছে, তখন আর কোনও উপায় না দেখিয়া দুষ্কর্ম্মের আর এক সোপানে পদার্পণ করিলাম। সেইদিন অলক্ষিতভাবে কলেজের পুস্তকাগারে প্রবেশ করিলাম।

সেই সময়ে কেহই সেইস্থানে ছিল না, সেইস্থান হইতে দুই-থানি পুস্তক (যাহা অন্য স্থানে হঠাৎ পাওয়া সুকঠিন ও যাহা হইতে প্রশ্ন করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল,) চুরি করিয়া গোলাপের বাটীতে লইয়া আসিলাম। পুস্তক দুইখানি আগা-গোড়া একবার পড়িলাম ও বাছিয়া বাছিয়া তাহার ভিতর হইতে কতকগুলি পাতা কাটিয়া লইলাম। পরদিন কলেজে যাইয়া শুনিতে পাইলাম, পুস্তকালয় হইতে দুইখানি পুস্তক চুরি হওয়ায় অতিশয় গোলযোগ হইতেছে। পুস্তকাগারাধ্যক্ষ, পেয়াদা, দপ্তরি, প্রভৃতি পুস্তকাগারের সমস্ত কর্ম্মচারীগণ অতিশয় লাঞ্ছনাভোগ করিতেছে। কলেজের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম-চারী সাহেব নিজে ঐ পুস্তকের অনুসন্ধান করিতেছেন।

যাহা হউক, পরদিবস পরীক্ষা হইল। সকলে যেরূপ নিয়মিত সময়ে পরীক্ষার স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, আমিও সেইরূপ আসিলাম। অপহৃত পুস্তকের পাতাগুলি আপনার পিরাণের পকেটে করিয়া আনিলাম। পরীক্ষা আরম্ভ হইল, প্রশ্নের কাগজ দেওয়া হইলে দেখিলাম, তাহার অধিকাংশের উত্তর আমার পকেটের ভিতর আছে। মনে অতিশয় আশা হইল, সাহস হইল। আস্তে আস্তে অন্যের অলক্ষিতভাবে পকেট হইতে কাগজগুলি বাহির করিলাম এবং দেখিয়া দেখিয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু পাপের রেখা কতক্ষণ অঙ্কিত থাকে? দুষ্কর্ম্ম কত দিবস লুক্কায়িত থাকে? অদ্য আমার সকল গুপ্ত পাপ প্রকাশ হইয়া গেল, আমি ধরা পড়িলাম। একজন শিক্ষক, যিনি সেইস্থানে ছাত্রগণের উপর পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি আমাকে সেই সময় সমস্ত

কাগজ পত্র সহিত ধরিয়া কলেজের প্রধান কর্ত্তার নিকট লইয়া গেলেন। আমি তাঁহার মেজাজ জানিতাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি তাঁহার নিকট এই ঘটনার সমস্ত ব্যাপার স্বীকার করিলাম এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া গোলাপের বাটী হইতে পুস্তক দুইখানি বাহির করিয়া দিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলাম। উক্ত সাহেব মহোদয় অতিশয় দয়ালু ছিলেন; তিনি আমাকে পুলিসের হস্তে অর্পণ না করিয়া কেবলমাত্র কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমি সে যাত্রা দণ্ডবিধি আইনের কঠিন দণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।

পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ প্রভৃতি যাহারা দুই দিবসের নিমিত্ত বিশেষরূপ লাঞ্ছনাভোগ করিয়াছিল, তাহারা এ সুযোগ পরিত্যাগ করিল না; আমার বিপক্ষে অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত দোষ বাহির করিল ও আমার পিতাকে বলিয়া দিল।

বৃদ্ধ পিতা মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়া আমাকে কেবলমাত্র এই বলিলেন, "আমি তোমাকে যে প্রকার বিশ্বাস করিতাম, তাহার উপযুক্ত ফলই পাইয়াছি। কিন্তু ইহাও তুমি নিশ্চয় মনে রাখিও, ইহজীবনে তুমি কখনও সুখী হইতে সমর্থ হইবে না।" পিতা সেই দিবস হইতে আর আমার সহিত ব্যাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিলেন না। আমি পূর্ব্বে দিবাভাগে ও সন্ধ্যার সময় গোলাপের বাটীতে যাইতাম; কিন্তু এখন আমার আরও সুযোগ বাড়িল, রাত্রিদিন তাহার বাটীতেই থাকিতে লাগিলাম। কিন্তু এখন আর এক পয়সাও দিয়া তাহার সাহায্য করিতে পারিলাম না।

গোলাপের উপর আমার মন এত আকৃষ্ট হইয়াছে যে, তাহাকে তিলার্দ্ধ দেখিতে না পাইলে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি। গোলাপও তাহা বুঝিল। সে এত দিবস হইতে যে মায়াজাল বিস্তার করিয়া আমাকে প্রলোভিত করিতেছিল, এখন যে তাহার ফল ফলিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল। সে এখন জানিল যে, তাহাকে ছাড়িয়া আর আমি মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিব না। তখন সে নিজের স্বভাব ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। "খরচের টাকা নাই" "একটীমাত্র পয়সা নাই," "হরি বাবু তারাকে যেরূপ একটী হীরার আংটি দিয়াছে, আমি সেইরূপ একটী আংটি লইব", "কামিনীর মতন বারাণসী শাটী একখানিও আমার নাই", "বসন্ত তাহার কাশ্মিরী শাল যোড়াটী বিক্রয় করিবে, উহা আমাকে খরিদ করিয়া দেও", প্রভৃতি একটী একটী নূতন কথা নিত্য নিত্য আমার কাণে তুলিতে লাগিল। আমিও যাহাতে তাহার এই সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারি, তাহার উপায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। একদিবস সে আমার উপর অতিশয় বিরক্তি-ভাব দেখাইয়া বলিল, "ডাক্তার! যদি তুমি কল্য আমাকে এক সেট সোণার গহনা আনিয়া দেও, ভালই, নচেৎ তুমি আমার বাটীতে আসিও না।" এই কথায় আমার অতিশয় ক্রোধ ও দুঃখ হইল। তাহাকে বলিলাম, "যদি আমি তোমার নিমিত্ত সোণার গহনা আনিতে পারি ভালই, নচেৎ তোমার বাটীতে আর আসিব না।" এই বলিয়া ক্রোধভরে গোলাপের বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। গোলাপ পশ্চাৎ হইতে বার বার ডাকিল, আমি শুনিয়াও শুনিলাম না, চলিয়া

আসিলাম। অতঃপর দুষ্কর্ম্মের আর এক সোপান উর্দ্ধে উত্থিত হইলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর একবার আহারার্থে বাটীতে যাইতাম, আজ ক্রমিক সাত দিবসের পর বাটীতে যাইলাম। পিতা আমাকে দেখিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বাটীর ভিতর যাইয়া দেখি, আমার স্ত্রী অন্য দিবসের অপেক্ষা অতিশয় ম্রিয়মাণ। সে দিবস আমার সহিত কথা কহিল না, বা আমার নিকটেও আসিল না। মাতা আমাকে ডাকাইয়া আহার করাইলেন ও অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমার ছোট ছোট দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা আসিয়া গলা ধরিয়া বলিল, "বাবা! তুই কোথায় ছিলি?"

আমার সে সকল কিছুই ভাল লাগিল না; হৃদয়ের মধ্যে সেই গোলাপের রূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম, তাহার কথাগুলি স্মরণ করিতে লাগিলাম। আহার সমাপ্ত হইল, আমার ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম; ঘড়িতে নয়টা বাজিয়াছে। ক্রমে একটা বাজিয়া গেল, তথাপি আমার স্ত্রীকে সে রাত্রে আর দেখিতে পাইলাম না, বা অন্য কাহারও আর কোন প্রকার সাড়া শব্দ পাইলাম না। রাত্রি ২টা বাজিলে আস্তে আস্তে উঠিয়া, যে আল্‌মারির ভিতর আমার স্ত্রীর গহনা থাকিত, তাহা খুলিলাম। খুলিতে কোন কষ্ট হইল না, যে স্থানে

চাবি থাকিত, তাহা আমি জানিতাম। বাক্স খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে তিনখানি সোণার অলঙ্কার বাহির করিয়া লইয়া সকলের অলক্ষিতভাবে বাটী হইতে বহির্গত হইলাম, এবং সেই রাত্রিতেই গোলাপের বাটীতে গিয়া তাহাকে সেই সকল অলঙ্কার প্রদান করিলাম। সে অবশ্যই অতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় আমার জননী গোলাপের বাটীতে আমার নিকট লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন,—"তুমি যে গহনা তিনখানি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছ, তাহা আর পুনরায় পাইবার প্রত্যাশা করি না; কিন্তু তুমি একবার বাটীতে আসিয়া তোমার পিতাকে বলিয়া যাইবে। নতুবা শুনিলাম, তিনি তোমাকে পুলিসের হস্তে দিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।" আমি সেই লোককে বলিয়া দিলাম, "আমি যাইয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিব", কিন্তু আর গেলাম না। গোলাপকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না।

পরদিন সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, একজন ইংরাজ পুলিস-কর্ম্মচারী আমার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত গোলাপের বাটীতে আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া, মাতা যে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল, ভয়ও হইল। কিন্তু বুদ্ধিমতী গোলাপের পরামর্শে অন্য একটী ঘরের ভিতর যাইয়া লুকাইলাম। সে বাহির হইতে ঐ ঘরের তালা বন্ধ করিল। ইংরাজ পুলিস-কর্ম্মচারী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলে, গোলাপ অতিশয় যত্নের সহিত তাঁহাকে বসাইল, আপনিও তাহার নিকট বসিয়া রামদাসকে পাখার বাতাস দিতে বলিল। রাম-দাস বাতাস দিতে লাগিল। গোলাপ নিজহস্তে একটী

বোতল খুলিয়া তাহা হইতে এক গ্লাস সুরা ঢালিয়া সাহেবের হস্তে অর্পণ করিলে, সাহেব বিনা-আপত্তিতে তাহা পান করিলেন। গোলাপ তখন দেশলাই ও চুরট আনাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইল। সাহেব ধীরে ধীরে ধূমপান করিতে করিতে, গোলাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার বাবু কোথায়?" গোলাপ বলিল, "আমি কোন ডাক্তার বাবুকে জানি না। তবে নিত্য নিত্য নূতন নূতন লোক আসে বটে, কিন্তু আমি তাহাদিগের নাম বলিতে পারিব না।" সাহেব গোলাপের কথায় বিশ্বাস করিয়া উঠিলেন, ও যাইবার সময় এদিক ওদিক চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করিতে করিতে, যে ঘরে আমি ছিলাম, সেই ঘরের নিকট আসিয়া বলিলেন, "এ ঘরে কে থাকে?" গোলাপ বলিল, "সুন্দরী নাম্নী অন্য আর একটী স্ত্রীলোক ঐ ঘরে থাকে। সে অদ্য প্রাতঃকালে দরজা বন্ধ করিয়া তাহার ভগিনীর বাটীতে গিয়াছে। যদি আপনার কোন প্রকার সন্দেহ হয়, আপনি তালা ভাঙ্গিয়া দেখুন।" সাহেব মনে মনে কি ভাবিয়া বলিলেন, "না, ও ঘর আমার দেখিবার কোনও আবশ্যক নাই। তোমার কথায় অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখি না।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সাহেব চলিয়া গেলে ঐ ঘর হইতে গোলাপ আমায় বাহির করিয়া দিল, কিন্তু আমার মনে অতিশয় ভাবনা রহিল। গোলাপ বলিল, "তুমি আপাততঃ দিন কয়েকের নিমিত্ত অন্য কোনস্থানে গিয়া থাক, গোলমাল মিটিয়া গেলে পুনরায় আসিও।" আমিও সম্মত হইলাম এবং গোলাপের নিকট

হইতে কিছু টাকা লইয়া সেইদিন রাত্রি নয়টার সময় এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে এলাহাবাদে বাঙ্গালীর সংখ্যা এখন অপেক্ষা অল্প ছিল। আমি এলাহাবাদে গমন করিয়া একজন বাঙ্গালী ডাক্তারের বাসায় উপস্থিত হইলাম। "শরীরের অসুস্থতা বশতঃ বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াছি" তাঁহাকে এই বলিয়া পরিচয় দিলাম, তিনি আমাকে অতিশয় যত্ন করিলেন। তাঁহার বাসায় প্রায় এক মাসকাল থাকিলাম। সেইস্থানে আমি এম্, বি, ডাক্তার বলিয়া সকলের নিকট পরিচয় দিয়াছিলাম, সুতরাং সকলে আমাকে "এম্, বি," ডাক্তার বলিয়া অতিশয় মান্য করিতে লাগিলেন। ডাক্তার বাবুও মধ্যে মধ্যে আমার পরামর্শ লইয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

এই সময় আমি দুষ্কর্ম্মের আরও এক সোপান ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলাম। সেইস্থানের সমস্ত বাঙ্গালীর নিকট হইতে হাওলাত বলিয়া কাহারও নিকট ১০০৲ টাকা, কাহারও নিকট ২০০৲ টাকা লইলাম। সকলেই আমাকে বিশ্বাস করিয়া হাওলাত দিলেন, কিন্তু কেহ কাহাকে কিছু বলিলেন না। সকলেই বুঝিলেন, আমার টাকা যাইলে আমি সকলের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিব। এইরূপে প্রায় দুই সহস্র টাকা সংগ্রহ করিলাম।

এই সময় আমাদিগের বাসায় হঠাৎ একজন কলিকাতার লোককে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাকে চিনিতেন, তিনি আমার সমস্ত গুণ ডাক্তার বাবুর নিকট প্রকাশ করিয়া

দিলেন। "এম্, বি," উপাধি সকলে জানিতে পারিল, হাওয়া পরিবর্ত্তনের কারণ সকলে অবগত হইল; ডাক্তার বাবু অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া আমি সেই রাত্রিতেই এলাহাবাদ হইতে পলায়ন করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিলাম। পরে শুনিয়াছিলাম, আমাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত সকলেই আমার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই আমার কোনরূপ সন্ধান করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

বাটীতে আসিয়া এক সহস্র টাকা পিতাকে দিলাম, তাঁহার সমস্ত ক্রোধ অন্তর্হিত হইল, তিনি ঐ টাকা দিয়া আমার স্ত্রীকে পূর্ব্বের মত তিনখানি গহনা গড়াইয়া দিলেন। বক্রী টাকা লইয়া গোলাপের নিকট উপস্থিত হইলাম। পাঁচ সাত দিন সে আর কিছু বলিল না; অষ্টম দিবস হইতে আবার পূর্ব্ব ব্যবহার আরম্ভ করিল। তখন ভাবিলাম, এরূপ করিলে আর অধিক দিন চলিবে না; কোন প্রকার কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সেই সময় বঙ্গদেশীয় একজন প্রধান জমীদার এখানে ছিলেন, ক্রমে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিলাম। তাঁহার নিকট "এম্, বি" ডাক্তার বলিয়া পরিচয় দিলাম। তিনি আমাকে বিশ্বাস করিলেন, আমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া ক্রমে তিনি আমাকে তাঁহার বাটীর ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন। মাসে মাসে ২০০৲ টাকা বেতন দিতে লাগিলেন, তাহা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে পারিতোষিক প্রভৃতিও পাইতে লাগিলাম। ঐ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা মাসে মাসে গোলাপকে দিতে লাগিলাম, বক্রী ১০০৲ টাকার মধ্যে আমার নিজের আবশ্যকীয় খরচ-পত্র বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা মাতার হস্তে দিতে

লাগিলাম। ক্রমে পিতা মাতা ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার মতিগতি এখন একটু ভাল হইতেছে। তখন মধ্যে মধ্যে বাটীতে যাইতে আরম্ভ করিলাম। প্রথম ৭।৮ দিবস আমার স্ত্রী আমার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল না, কিন্তু সে হিন্দুরমণী হইয়া আর কত দিবস স্বামীর সেবা শুশ্রূষা না করিয়া থাকিতে পারিবে? পরে আপনিই আমার নিকট আসিল, আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কান্না দেখিয়া আমার হৃদয়ে একটু দয়ার উদ্রেক হইল। একবার ভাবিলাম, যাহা করিবার করিয়াছি, আর এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিব না; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহা ভুলিয়া গেলাম, গোলাপের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এখন আর আমার লজ্জা সরম নাই, হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে। এখন যখন ইচ্ছা, তখনই গোলাপের বাড়ীতে যাই, যখন ইচ্ছা, তখনই সে স্থান হইতে চলিয়া আসি। কাহাকেও ভয় বা লজ্জা করিতে ইচ্ছা হয় না, ইহা যেন কোন প্রকার দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা হয় না।

দশম পরিচ্ছেদ।

এই সময় জমীদার মহাশয় দেশে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলাম। ভাবিলাম, আমাকেও তাঁহার সহিত যাইতে হইবে। কি প্রকারে গোলাপকে না দেখিয়া থাকিব? না গেলেও, গোলাপের

খরচের সংস্থান করিতে পারিব না। ইত্যাকার নানাপ্রকার চিন্তা মনে উদয় হইল। সমস্ত কথা গোলাপকে বলিলাম। গোলাপ শুনিবামাত্র অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিল, কিন্তু পরিশেষে সেই আমার মত লওয়াইল। আমার অনিচ্ছাস্বত্বেও জিদ করিয়া জমীদার মহাশয়ের সহিত আমাকে পাঠাইয়া দিল। যে আমাকে একদণ্ড কাল না দেখিলে থাকিতে পারিত না বলিত, তবে সে কেন এরূপ জিদ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না;— বুঝিয়াছি কিন্তু পরে। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে যদি কেহ এরূপ অবস্থায় কখনও পড়িয়া থাকেন, তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, পিতা মাতার মত লইয়া, স্ত্রীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া, ভ্রাতাদ্বয়কে সম্ভাষণ করিয়া, অল্পদিন মধ্যেই বঙ্গদেশ যাত্রা করিলাম।

কিছু দিবসের মধ্যেই সেখানে সকলে আমাকে ভাল-বাসিতে ও বিশ্বাস করিতে লাগিল। পনর দিবস অতীত হইতে না হইতেই গোলাপকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মন অতিশয় ব্যস্ত হইল; সুতরাং জমীদার মহাশয়ের নিকট হইতে পনর দিবসের বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম। সে সময় আমার নিকট একশত টাকার অধিক ছিল না, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমার ভাগ্য প্রসন্ন হইল।

আমি কলিকাতায় গমন করিতেছি, জানিতে পারিয়া সেই সময় সেইস্থানের অন্য একটী বড় লোক আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি একটী ঘড়ী ও একছড়া সোণার চেন খরিদ করিয়া আনিবার

নিমিত্ত আমাকে এক সহস্র টাকা প্রদান করিলেন। আমি সমস্ত টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিলাম। তাহার মধ্য হইতে ২০০৲ টাকামাত্র আমার স্ত্রীকে দিলাম, সে অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। অবশিষ্ট টাকা গোলাপের পাদপদ্মে অর্পণ করিলাম। পনর দিন অনবরত সুরাপান ও আমোদ-প্রমোদে কাটাইলাম। দেখিতে দেখিতে আরও পনর দিন অতীত হইয়া গেল, সুতরাং পুনরায় বঙ্গদেশে যাইতে হইল। চেন বা ঘড়ী কিছুই খরিদ করিলাম না; সে কথা আমার একবার মনেও হয় নাই। মনে থাকিলেই বা কি করিতাম? যাইবার সময় গোলাপের নিকট হইতে অনেক কষ্টে ২৫টী টাকা ঋণ করিয়া লইয়া গেলাম। কার্য্যস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইতে অতিরিক্ত বিলম্ব হইবার জন্য জমীদার মহাশয় প্রথমে আমার প্রতি কিছু অসন্তোষভাব প্রকাশ করিলেন সত্য; কিন্তু মিষ্ট কথায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলাম।

বড়লোক বাবুটী চেন ঘড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে বলিলাম, "মহাশয়! উৎকৃষ্ট চেন ও ঘড়ী, যাহার মূল্য প্রায় ১৫০০৲ টাকা হইবেক, তাহা আমি কেবলমাত্র ১১০০ শত টাকায় খরিদ করিয়াছি; কিন্তু নানাপ্রকার সাংসারিক গোল-যোগে বিলম্ব হওয়া প্রযুক্ত তাড়াতাড়ি আসিবার কালে উহা বাটীতে ভুলিয়া আসিয়াছি। পরে এখানে আসিয়া চেন ঘড়ী ডাকে পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছি, চারি পাঁচ-দিবসের মধ্যেই বোধ হয়, উহা পাইতে পারিবেন।" বাবু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, সেই দিবসেই বক্রী ১০০৲ শত টাকা আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, যে ঐ টাকা

আমি সেই দিবসেই গোলাপের ২৫৲ টাকা ঋণের পরিবর্ত্তে পাঠাইয়া দিলাম।

আমি দুষ্কর্ম্মের আরও একপদ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া যে কার্য্য করিলাম, তাহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যমাত্রেরই ঘৃণার উদ্রেক হয়। সেই সময় যে বাবু আমাকে চেন ঘড়ী খরিদ করিতে দিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর একটু অসুস্থ বোধ হওয়ায়, আমাকে ডাকাইয়া একটী ঔষধ দিতে বলিলেন। আমি ভাবিলাম, 'এখন আমি যে সুযোগ পাইয়াছি, তদনুসারে কার্য্য করিলে আর আমাকে ঐ ১১০০৲ শত টাকা দিতে হইবেক না।' এই ভাবিয়া তাঁহাকে একটী ঔষধ দিলাম। বলিয়া দিলাম, "আপনাকে এই ঔষধ ভিন্ন অন্য কোন ঔষধ আর সেবন করিতে হইবেক না, এই ঔষধেই আপনার নিদ্রা আসিবে ও সমস্ত অসুখ দুর হইবেক।" এই বলিয়া রাত্রি ১০টার সময় চলিয়া আসিলাম। রাত্রি ১২টার সময় আমার ঔষধের ফল ফলিল; বাবুর হঠাৎ মৃত্যু হইল। ঐ টাকার বিষয় আর কেহই জানিত না, সুতরাং সে কথা আর কাহারও নিকট শুনিতে পাইলাম না। আমি অতিশয় কপট দুঃখ প্রকাশ করিয়া যাহাতে তাঁহার শীঘ্র সৎকার-কার্য্য সমাধা হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম।

এই সময়ে আমার মনে অতিশয় অনুতাপ হইয়াছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এরূপ দুষ্কর্ম্ম আর কখনও করিব না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা অনেকদিবস রাখিতে পারি নাই।

ইহার এক মাস পরেই বঙ্গদেশীয় জমীদার মহাশয় অতিশয় পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন; আমি তাঁহার

সহিত আসিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতে পীড়ার কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন আমি অন্য কোন উপায় না দেখিয়া জমীদার মহাশয়ের মত লইয়া এইস্থানের একজন প্রধান ইংরাজ ডাক্তারকে চিকিৎসার্থ নিযুক্ত করিলাম। তিনি চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। আমি জমীদার মহাশয়ের নিকট হইতে নিত্য নিত্য ইংরাজ ডাক্তারকে দিবার নিমিত্ত দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা লইতে লাগিলাম। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, ডাক্তারকে ন্যায্য প্রাপ্য টাকা দেওয়া বাদে বক্রী আমার নিজ ব্যয়ে খরচ হইতে লাগিল। ক্রমে জমীদার মহাশয় সুস্থ হইতে লাগিলেন। তাঁহার পীড়া দিন দিন কমিতে লাগিল, কিন্তু একেবারে আরোগ্যলাভ করিলেন না।

সেই সময়ে তাঁহার জমীদারির মধ্যে অনেক দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায় বিপক্ষগণ তাঁহাকে প্রত্যেক মোকদ্দমায় সাক্ষী-মান্য করিতে লাগিল। সেই অসুস্থ শরীরে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ মফঃস্বল যাইতে হওয়ায় তিনি পুনরায় অসুস্থ হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জমীদার মহাশয় আমাকে একদিন বলিলেন, "ডাক্তার! কলিকাতায় অনেক বড়লোকের সহিত তোমার আলাপ আছে, শুনিয়াছি। যদি তুমি কোন বড়লোকের সাহায্যে

আমার একটী উপকার করিতে পার, তাহা হইলে আমি নিতান্ত উপকৃত হই।”

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া একটু ব্যস্ত হইলাম, এবং তিনি কিরূপ উপকার-প্রার্থী, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে জমীদার মহাশয় বলিলেন, “দেখ ডাক্তার! ইংরাজ-রাজত্বে বড়লোকের জন্য একটী আইন আছে, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেওয়ার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারেন। অনেক বড়লোক, এ যন্ত্রণায় নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। কিছুদিবস হইল, আমিও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার সেই আবেদন সেই সময়ে গ্রাহ্য হয় নাই বলিয়া আমায় এইরূপ কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। যদি কলিকাতার ভিতর এমত কোন লোকের সহিত তোমার বিশেষ জানা শুনা থাকে যে, তিনি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরকে বলিয়া আমার এই কার্য্যটী সমাধা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমি যে কিরূপ উপকৃত হই, তাহা বলিতে পারি না। তুমি এই কার্য্য সমাপন করিয়া দিতে পারিলে ন্যায্য খরচ ব্যতিরেকে তোমার উপযুক্ত পুরস্কার দিতেও আমি প্রস্তুত আছি।”

এই সুযোগে বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিব ভাবিয়া দুষ্কর্ম্মের আর এক সোপান ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলাম। আমি সগর্ব্বে জমীদার মহাশয়কে বলিলাম, “আমাকে এতদিন জানাইলে অনেক পূর্ব্বেই এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত। আপনি বিশেষরূপ জানেন যে, যে ইংরাজ ডাক্তার, মহাশয়কে রোগ-মুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি আমার একজন পরমবন্ধু।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের সহিতও তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা আছে। ইতিপূর্ব্বে আমাকে বলিলে ডাক্তার সাহেবের সাহায্যে এতদিনে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইত, আপনাকেও দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া এতদিন কষ্ট পাইতে হইত না। যাহা হউক, কল্যই আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা স্থির করিব, এবং আপনার এ কার্য্য নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিয়া দিব। তবে একটী কথা মহাশয়কে প্রথমেই বলা উচিত যে, ডাক্তারগণ অর্থপিশাচ; বিনা স্বার্থে যে তিনি কিছু করিবেন, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। তবে তিনি যখন আমার একজন বিশেষ বন্ধু, তখন আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, অতি সামান্য ব্যয়ে এ কার্য্য তাঁহার দ্বারা আমি সম্পন্ন করাইয়া লইতে পারিব।"

জমীদার মহাশয় আমার এই কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্বস্ত ও আহ্লাদিত হইলেন, এবং আমাকে বলিলেন, "তুমি যে প্রকারে পার, এই কার্য্য সমাধা কর, খরচ পত্রের জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই।" "সমস্ত ঠিক করিয়া কল্য আসিয়া মহাশয়কে বলিব" বলিয়া আমি সেই দিবসের মত বিদায় হইয়া গোলাপের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় সমস্ত রাত্রি আমোদ-আহ্লাদ ও সুরাপান প্রভৃতিতে কাটাইলাম।

পরদিবস জমীদার মহাশয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলাম, "মহাশয়! ডাক্তার সাহেবের সহিত সমস্ত ঠিক হইয়াছে, কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হইবে। কিন্তু তাঁহাকে দশ সহস্র টাকা দিতে হইবেক। এখন পাঁচ সহস্র দিলেই চলিবে, কার্য্য

সমাপ্ত হইলে অবশিষ্ট পাঁচ সহস্র দিবেন। তিনি আমার নিতান্ত বন্ধু বলিয়া এইরূপ অল্প টাকায় সম্মত হইয়াছেন, নতুবা ৫০ সহস্র মুদ্রার কম এরূপ কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না।”

জমীদার মহাশয় আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সমস্ত টাকা দিতে সম্মত হইলেন। সেই দিবস ডাক্তার সাহেবকে দিবার নিমিত্ত আমাকে দুই সহস্র টাকা দিলেন। টাকাগুলি হস্তে পাইয়া আমি জমীদার মহাশয়ের বাড়ী পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু তাহার এক কপর্দ্দকও ডাক্তার সাহেবকে না দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে সহস্র মুদ্রা গোলাপকে দিলাম, বক্রী পিতা মাতাকে দিলাম। জমীদার মহাশয়কে বুঝাইবার নিমিত্ত ঐ টাকার একখানি রসিদ লিখিলাম ও তাহাতে উক্ত ইংরাজ ডাক্তারের সহি জাল করিলাম। পরে ঐ জাল রসিদ জমীদার মহাশয়কে দিয়া কহিলাম; “ডাক্তার সাহেব টাকা পাইয়া এই রসিদ দিয়াছেন ও বক্রী তিন সহস্র টাকা চাহিয়াছেন।” রসিদ দেখিয়া তাঁহার আরও বিশ্বাস হইল, তিনি বলিলেন,—“বক্রী টাকার কতক কল্য দিব। তুমি ডাক্তার সাহেবকে বলিও, যাহাতে কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহার যেন বিশেষ চেষ্টা করেন।”

পরদিন পুনরায় দুই সহস্র মুদ্রা পাইলাম। এইটাকা লইয়া আপনার স্ত্রীর নিকট রাখিয়া দিলাম ও পূর্ব্বমত জাল রসিদ লিখিয়া আনিয়া জমীদার মহাশয়কে দিলাম। তিনি বুঝিতে পারিলেন,—এ টাকাও ডাক্তার সাহেব পাইয়াছেন।

সেইদিবস এই মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া আনিলাম

যে, জমীদার মহাশয় ছোট লাট বাহাদুরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, দেওয়ানী আদালতে তাঁহাকে আর সাক্ষী দিতে না হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজন হইলে আদালতে তাঁহাকে স্বয়ং উপস্থিত না করাইয়া কমিশন দ্বারা তাঁহার সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ঐ দরখাস্তে জমীদার মহাশয় স্বাক্ষর করিলেন। ডাক্তার সাহেবের দ্বারা ঐ দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে বলিয়া, আমি উহা লইয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করিলাম। বাহিরে যাইয়া ঐ দরখাস্ত টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম; কিন্তু পরদিন আসিয়া বলিলাম যে, ডাক্তার সাহেব অদ্য আপনার দরখাস্ত লইয়া নিজে ছোট লাট বাহাদুরের নিকট গমন করিয়াছেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এইরূপ চারি পাঁচ দিবস গত হইলে এক দিবস আমি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সেক্রেটরির নিজ-কথা-স্বরূপ এক-খানি পত্র লিখিলাম। ঐ পত্রের মর্ম্ম এই যে, ছোট লাট বাহাদুর জমীদার মহাশয়ের দরখাস্ত পাইয়াছেন, যে প্রকার আদেশ হয়, পরে জানিতে পারিবেন। এই পত্র, একখানি সরকারী খামের ভিতর বন্ধ করিয়া, তাহার উপর দুইটী পোষ্টাফিসের মোহর জাল করিলাম; এবং নিজহস্তে উহা লইয়া জমীদার মহাশয়ের বাটীতে গিয়া বলিলাম, "একজন ডাক পিয়ন এই পত্রখানি এখনই দিয়া গেল।" তিনি পত্রখানি খুলিলেন, ও

পড়িয়া তাহার মর্ম্ম অবগত হইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এখন আমি জানিতে পারিলাম যে, ডাক্তার সাহেব আমার নিমিত্ত একান্তই পরিশ্রম করিতেছেন।" সেইদিবস অবশিষ্ট সহস্র মুদ্রা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া ইচ্ছানুযায়ী খরচ করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু পরদিবস জাল রসিদ আনিয়া দিতে ভুলিলাম না।

ইতিমধ্যে আরও একখানি পত্র জাল করিলাম; এখানি মহামান্য ষ্টেট্ সেক্রেটরীর নাম-স্বাক্ষরিত। ইহাতে উল্লেখ রহিল, "আপনার বিষয় বিশেষরূপে বিবেচিত হইবে ও তাহার ফল পরে জানিতে পারিবেন।" পত্রখানি পূর্ব্বোক্ত উপায়ে জমীদার মহাশয়কে আনিয়া দিলাম; আমার উপর তাঁহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। এইরূপে পাঁচ সহস্র টাকা আত্মসাৎ করিয়া নিজ নিকৃষ্টবৃত্তি চরিতার্থ করিলাম সত্য; কিন্তু মনে মনে ভাবিলাম, এখন কোন উপায় অবলম্বন করিয়া, জমীদার মহাশয়কে বুঝাইব যে, তাঁহার মনোস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। যাহা হউক এইরূপে কিয়দ্দিবস গত হইল। জমীদার মহাশয় মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "কৈ ডাক্তার! এখন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট হইতে আর কোন সংবাদ আসিল না, আর কত দিবস এরূপ কষ্টভোগ করিতে হইবে?" আমি বলিলাম, "মহাশয়! গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের গতিকই এইরূপ, কোন কার্য্য সহজে ও শীঘ্র সম্পন্ন হয় না। যাহা হউক, আমি অদ্যই নিজে যাইয়া অনুসন্ধান লইব। সেই আফিসে আমার একজন বন্ধু কর্ম্ম করেন, তাঁহার নিকট সমস্ত সংবাদ পাইব।" এই বলিয়া সে দিবস চলিয়া আসিলাম।

পরদিন পুনরায় জমীদার মহাশয়ের নিকট গমন করিলাম, ও তাঁহাকে বলিলাম, "মহাশয়! কল্য আমি আফিসে যাইয়া সমস্ত বিষয় জানিয়া আসিয়াছি। আপনাকে কখন আর কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইতে হইবেক না। তাহার আজ্ঞাপত্র লেখাপড়া শেষ হইয়াছে, কেবলমাত্র সেক্রেটরী সাহেবের স্বাক্ষর বাকি আছে। তাহাও বোধ হয় চারি পাঁচদিবসের মধ্যেই সম্পন্ন হইবে। আপনি সেস্থান হইতে আর কোন পত্রাদি পাইবেন না, কেবলমাত্র ঐ আজ্ঞাপত্র ডাকযোগে আপনার নিকট প্রেরিত হইবে।" জমীদার মহাশয় সেইদিবস আমার কথা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং বলিলেন, "এখন বোধ হইতেছে যে, পাঁচ সাত দিবসের মধ্যেই তোমার অনুগ্রহে আমি ঐ বিপদ হইতে রক্ষা পাইব।"

সেইদিবস রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় মনে মনে একটু ভাবনা হইল। ভাবিলাম, এখন কোন্ উপায় অবলম্বন করি; অব্যবহিত পরে উপায় আসিয়া আমার চিন্তাপথে প্রবেশ করিল। এক টুক্‌রা কাগজ ও একটী পেন্সিল লইয়া তাহাতে ভাবিয়া ভাবিয়া এই মর্ম্মে ইংরাজীতেও একটী মুশাবিদা করিলাম যে, "লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর তোমাকে অদ্য হইতে এই আজ্ঞাপত্র প্রদান করিতেছেন যে, তুমি যতদিবস পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে, ততদিবস পর্য্যন্ত তোমাকে কোন দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবেক না। যে মোকদ্দমায় তোমার সাক্ষ্য নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে, সে মোকদ্দমায় কমিশন দ্বারা তোমার সাক্ষ্য গৃহীত হইবে।"

পরদিন বেলা ১০টার পর রাধাবাজার হইতে দুইখানা পার্চমেণ্ট কাগজ ক্রয় করিয়া লইয়া একটী নূতন এদেশীয় ছাপাখানায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ছাপাখানার অধ্যক্ষকে বলিলাম, "গবর্ণমেণ্ট আফিসের নিমিত্ত কতকগুলি ফরম ছাপাইবার আবশ্যক হইয়াছে। যদি আপনি ভালরূপ কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে আমি অনেক কার্য্য আনিয়া দিতে পারি। আপাততঃ একটী ফরম আনিয়াছি যদি বলেন, আপনাকে দিতে পারি।" ছাপাখানার অধ্যক্ষ অতিশয় আগ্রহের সহিত বলিলেন, "মহাশয়! আমি অতি অল্প মূল্যে ও অল্প সময়ের মধ্যে ভালরূপ কার্য্য করিয়া দিতে পারিব; কারণ আপনি বোধ হয় জানেন যে, এটী আমার নূতন ছাপাখানা, অদ্যাবধি কর্ম্মের অতিশয় ভার পড়ে নাই।" আমি বলিলাম, "তবে এইটী এখনই করিয়া দিন, আমি বসিতেছি।" এই বলিয়া আমি যে মুশাবিদাটী সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, তাহা তাঁহাকে দিলাম। যেখানে যেখানে যে যে প্রকার ছোট বড় বা অন্যান্য প্রকার অক্ষর দিতে বলিলাম, তিনি নিজেই বাছিয়া বাছিয়া সেই প্রকার অক্ষর লইয়া আমার সম্মুখে বসাইতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া একখানি কাগজে তাহার ছাপা উঠাইলেন এবং বলিলেন, "দেখুন মহাশয়! কি প্রকার হইয়াছে।" আমি দেখিলাম, ও ২।১ স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া, তাঁহাকে ফিরাইয়া বলিলাম, "ইহা পার্চমেণ্ট কাগজে ছাপাইতে হইবে, সুতরাং আমার নিকট হইতে এই পার্চমেণ্ট কাগজ লইয়া উহার উপরে ছাপাইয়া দিউন।" তিনি তাহাই করিলেন,

দুইখানি কাগজেই ছাপা উঠাইয়া আমাকে দিলেন। তিনি আমার ভিতরের অভিসন্ধি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে এমন কোনও সন্দেহ হইল না যে, আমি তাহাকে প্রতারণা করিতেছি। সেই নির্ব্বোধ ছাপাখানাধ্যক্ষ ইহাও ভাবিলেন না যে, গবর্ণমেণ্টের নিজের বৃহৎ ছাপাখানা থাকিতে কেনই বা অন্য ছাপাখানায় এই কার্য্য হইতেছে। যাহা হউক, আমি সেই কাগজ লইয়া তাঁহাকে বলিয়া চলিয়া আসিলাম, "আফিসের সাহেবের অনুমতি লইয়া দুই একঘণ্টার মধ্যে আসিয়া, কত ছাপিতে হইবে বলিয়া যাইব। যে হিসাবে আপনি মূল্য পাইবেন, তাহাও স্থির করিয়া আসিব।" দুই ঘণ্টার মধ্যেই আমি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "মহাশয়! আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে, আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। আপনার ছাপা অতিশয় সুন্দর হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমাদিগের অধ্যক্ষ সাহেব অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু আমি আফিসে ফিরিয়া যাইবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে অন্য এক ব্যক্তির সহিত কথা-বার্ত্তা স্থির হইয়া গিয়াছে, তিনি তাঁহাকে ছাপাইবার অনুমতি দিয়াছেন। এই জন্য সাহেব মহোদয় আপনাকে দিতে পারিলেন না, বলিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তবে আসিবার সময় আমাকে বলিয়া দিলেন, ভবিষ্যতে আর যে কার্য্য হইবে, তাহা আপনাকে দেওয়া যাইবে; আর আপনার পরিশ্রমের নিমিত্ত এই ৫টী টাকা প্রদান করিয়াছেন, গ্রহণ করুন, এবং যে অক্ষর প্রভৃতি সাজান রহিয়াছে ও যে সকল কাগজে প্রথমে ছাপা উঠাইয়াছিলেন, তাহা এখনই আমার সম্মুখে নষ্ট করুন। যখন আপনার এখানে কার্য্য হইল না, তখন এখানে

ইহার চিহ্নমাত্রও রাখা উচিত নহে।” আমার কথায় সেই মূর্খ ছাপাখানাধ্যক্ষ তাহাই করিলেন।

আমি সেইস্থান হইতে চলিয়া আসিয়া ঐ ছাপান পার্চমেণ্ট কাগজের একখানি লইয়া, তাহাতে যাহা যাহা হস্তের লেখা থাকা উচিত, তাহা নিজহস্তে লিখিলাম। অতঃপর লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের সেক্রেটরীর সহি জাল করিয়া একখানি সরকারী খামের ভিতর উহা বন্ধ করিলাম। পরে তাহাতে পূর্ব্বমত ডাকের মোহর জাল করিয়া নিয়মিত সময় মধ্যে নিজেই লইয়া গিয়া জমীদার মহাশয়কে দিলাম এবং বলিলাম, “আমি মহাশয়ের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার সময় দরজায় একজন ডাকপিয়ন আমার হস্তে এই পত্রখানি অর্পণ করিয়া চলিয়া গেল।” জমীদার মহাশয় আমার হস্ত হইতে উহা লইয়া খুলিলেন, পড়িয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখনই বাক্স হইতে আরও একখানি ৫০০৲ টাকার নোট বাহির করিয়া আমাকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য যে, ঐ টাকা সুরাপান প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে ব্যয় করিলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

জমীদার মহাশয়ের বাটীতে ধূম পড়িয়া গেল, চারিদিকে আনন্দের ধ্বনি উঠিতে লাগিল, বন্ধুবান্ধবগণ নিমন্ত্রিত হইলেন, আহারাদি ও নৃত্য গীত চলিতে লাগিল। জমীদার মহাশয়

সকলের সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন ব্যক্তিকে ঐ আজ্ঞাপত্র দেখাইতে লাগিলেন। নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে একজন এই আজ্ঞাপত্রখানি নিজের হস্তে লইলেন এবং বারম্বার মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন; ইনি হাই-কোর্টের একজন কৃতবিদ্য উকীল। অন্য আর একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এরূপ করিয়া কি দেখিতেছেন।" উকীল মহাশয় বলিলেন, "পূর্ব্বে আমি অন্য আর একজন রাজার আজ্ঞাপত্র দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা অন্য প্রকার; এই জন্যই আমি বিশেষ করিয়া দেখিতেছি যে, পূর্ব্বে যে প্রকার ধরণের লেখা থাকিত, এখন তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" এই বলিয়া উহা জমীদার মহাশয়কে ফিরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "মহাশয় আমি সরকারী গেজেট লইয়া থাকি; যে দিবস এই বিষয় সেই গেজেটে ছাপা হইবেক, সেই দিবসের কাগজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিব; আপনি সেই কাগজটীও ইহার সঙ্গে রাখিয়া দিবেন।" জমীদার মহাশয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি গেজেটে ছাপা হইবে?" তিনি বলিলেন, "গবর্ণমেণ্ট হইতে যখন যে কোন আজ্ঞা প্রচার হয়, তখনই তাহা সরকারী গেজেটে ছাপা হইয়া থাকে; নতুবা অপর সাধারণের জানিবার সুবিধা নাই।"

আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, সমস্ত শুনিলাম; শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলাম। যদি সরকারী গেজেটে ছাপাইবার কোন প্রকার সুযোগ না করিতে পারি, তাহা হইলে সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, এক মাস,

দুই মাস, তিন মাস অতীত হইল। সরকারী গেজেটে কিছুই ছাপা হইল না, জমীদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতাম, "শীঘ্র ছাপা হইবে।" কিন্তু আমি কোনও প্রকারে সুযোগ করিতে পারিলাম না, সুতরাং ছাপাও হইল না। মধ্যে একদিন জমীদার মহাশয়কে বলিলাম, "আমি ছাপাখানায় গিয়াছিলাম, সে স্থানের হেড বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া আসিয়াছি, এখন আর কোন প্রকার বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ যাহাতে কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহার নিমিত্ত আমি ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা তাহাকে দিতে স্বীকার করিয়া আসিয়াছি, তিনি টাকা পাইলেই, পর সপ্তাহের কাগজে প্রকাশ করিয়া দিবেন।" বলা বলা বাহুল্য যে, এই প্রকারে আরও ৫০০৲ শত টাকা হস্তগত করিলাম। পর সপ্তাহে ছাপা না হওয়াতে জমীদার মহাশয় আবার আমাকে বলিলেন; আর এক প্রকার উত্তর দিয়া তাঁহাকে বুঝাইলাম। তিনি এইরূপে বারম্বার আমাকে বলিতে বলিতে বিরক্ত হইয়া একদিবস সেই উকীলকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে ঐ আজ্ঞাপত্র দিয়া বলিয়া দিলেন, "এতদিবস পর্য্যন্ত সরকারী গেজেটে ইহা কেন ছাপা হইল না, তুমি একবার নিজে যাইয়া তাহার কারণ জানিয়া আসিও।" তিনি আজ্ঞাপত্র লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি সমস্ত জানিতে পারিলাম; ভাবিলাম, আমার সমস্ত জুয়াচুরি এখনই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এবং নিশ্চয়ই জমীদার মহাশয় কুপিত হইয়া আমাকে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করিবেন; তাহা হইলে আর আমার দুর্দ্দশার শেষ থাকিবে না।

অধিক সময়ের নিমিত্ত এই ভাবনা যে আমার হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিল, তাহা নহে, অতি অল্প সময় ব্যতিরেকে সেই ভাবনাকে আমার হৃদয়ে স্থান দিবার প্রয়োজন হইল না।

সেই সময় পর্য্যন্তও জমীদার মহাশয়ের শরীর উত্তমরূপে সুস্থ না হওয়ায় প্রায় প্রত্যহই তাঁহাকে আমার প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিতে হইত। সেবন করিবার নিমিত্ত যে ঔষধ আমি তাঁহাকে প্রত্যহ প্রদান করিতাম, আজ বাধ্য হইয়া আমাকে সেই ঔষধের কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইল। নিজের আল্‌মারিতে যে সকল ঔষধ ছিল, তাহারই মধ্য হইতে কয়েকটী ঔষধ বাছিয়া লইয়া আজ জমীদার মহাশয়ের নিমিত্ত নূতন ঔষধ প্রস্তুত করিলাম। রাত্রিকালে সেবন করিতে কথনও একবারের অধিক ঔষধ তাঁহাকে প্রদান করি নাই, সুতরাং সেইরূপ একবার সেবনোপযোগী ঔষধ লইয়া নিজেই জমীদার মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি উহা নিয়মিতরূপে আমার সম্মুখে সেবন করিলে, তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সেই রাত্রির নিমিত্ত আমি আমার বাড়ীতে গমন করিলাম।

রাত্রি ১১টার সময় জানিলাম, একটী লোক আমাদিগের বাটীর দরজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে ডাকাডাকি করিতেছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র আমি বাড়ীর বাহিরে আসিলাম, দেখিলাম, যে ব্যক্তি আমাকে ডাকিতেছিল, সে অপর কেহ নহে, আমার প্রভু—জমীদার মহাশয়ের দ্বারবান্। তাহার নিকট অবগত হইলাম, আমি তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করিবার কিয়ৎক্ষণ পর হইতেই জমীদার মহাশয়ের পীড়া

ক্রমেই প্রবলরূপ ধারণ করিতেছে। সেই নিমিত্তই তিনি আমাকে সেইস্থানে গমন করিবার নিমিত্ত এই দ্বারবানের দ্বারা অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

দ্বারবানের নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র আমি আর কালবিলম্ব করিতে পারিলাম না। দ্রুতপদে জমীদার মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া উপনীত হইলাম। কিন্তু সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া কি দেখিলাম? দেখিলাম—জমীদার মহাশয়ের ইহজীবনের অভিনয় শেষ হইয়াছে, তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত!

রাত্রি ১২টার সময় সেই হতভাগ্য জমীদার মহাশয়ের সাধের রঙ্গালয় বন্ধ হইল, তাঁহার জীবনের অভিনয় শেষ হইল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি সকলকে অগাধ শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া, দেওয়ানি আদালতে উপস্থিত হইবার বিষম কষ্টের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, এবং এই নীচাশয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া, তিনি ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিলেন।

এই অসম্ভাবিত ও নৃশংস কার্য্য আমার দ্বারা সম্পন্ন হইল সত্য, কিন্তু এই সময়ে আমার পাষাণ হৃদয়েও একটু দুঃখের সঞ্চার হইয়াছিল। ইহা দুঃখ কি আক্ষেপ, তাহা জানি না; কারণ তাঁহার মরণে আমার ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইল দেখিলাম। তবে বুঝিলাম, কেবলমাত্র ৬০০০৲ হাজার টাকার লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি আমার চির দিবসের দ্বার রুদ্ধ করিলাম। যখন বুঝিলাম, সামান্য টাকার নিমিত্ত আমার উপার্জ্জনের প্রধান পথ রুদ্ধ হইল, তখন ভয়ানক আক্ষেপ আসিয়া আমার হৃদয় আশ্রয় করিল।

জমীদার মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথারীতি সমাধা হইয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ কাহারও হৃদয়ে উপস্থিত হইল না। এদিকে আজ্ঞাপত্রের কথা লইয়া আর কোনরূপ আন্দোলনও হইল না, বা সেই বিষয়ের অনুসন্ধানের আর কোনরূপ প্রয়োজনও রহিল না। যে সকল কাগজপত্র উকীলের নিকট ছিল, তাহা তাহারই নিকটে রহিয়া গেল।

এই সময় হইতে জমীদার মহাশয়ের সহিত আমার সম্বন্ধ ঘুচিল। আমার চাকরি গেল। মাসে মাসে যে ২০০৲ দুই শত টাকা বেতন পাইতাম, তাহাও বন্ধ হইল।

আমার উপার্জ্জনের পন্থা রুদ্ধ হইল; সুতরাং গোলাপকে তাহার নিয়মিত খরচের টাকা যেরূপ ভাবে দিয়া আসিতে-ছিলাম, তাহার আর সংস্থান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ক্রমে খরচপত্র বন্ধ হইয়া যাওয়ায় প্রথমতঃ গোলাপ যেন সততই আমার উপর ক্রোধভাব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল ও পরিশেষে সে আমাকে তাহার বাড়ী হইতে একে-বারেই বাহির করিয়া দিল। সে যে প্রকৃতই আমাকে তাহার বাড়ীতে আর প্রবেশ করিতে দিবে না, তাহা কিন্তু আমি প্রথমে বুঝিতে না পারিয়া সেই সময়ে পাঁচ সাতদিবস আমি তাহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। কিন্তু সে আমার সহিত সেই সময়ে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল এবং আমি তাহার যে সকল ব্যবহার সহ্য করিয়াছিলাম, তাহা যদি পাঠকগণ প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, আমার মত নীচাশয় নর ইহজগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। রক্ত-মাংস-নির্ম্মিত মনুষ্য-দেহ লইয়া এরূপ নৃশংস ব্যবহার

কেহ যে কখন সহ্য করিতে সমর্থ হন, তাহা কেহই চিন্তা করিয়াও ধারণা করিতে পারেন না। আমি কিন্তু সেই অপমান সহ্য করিয়াও কয়েকদিবস গোলাপের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, গোলাপ অন্তরের সহিত আমার উপর এরূপ কুব্যবহার করিতেছে না। কিন্তু পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, সত্যই গোলাপ আমাকে তাহার বাড়ীর ভিতর আর প্রবেশ করিতে দিবে না। সেই সময় ইহাও জানিতে পারিয়াছিলাম, সেইস্থানে আমার মত আর একজন হতভাগার কপাল পুড়িতেছে।

এই সময় আমার মন স্থির ছিল না, হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। গোলাপের ব্যবহার ভাবিয়া ভাবিয়া আমি এক প্রকার পাগলের মত হইয়াছিলাম।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গোলাপের বাড়ী হইতে তাড়িত হইবার কিছুদিবস পর হইতেই আমার ক্রোধের ভাগ এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহা বলিতে পারি না। সেই সময়ে সামান্য ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আমি যে প্রকার একটী লোমহর্ষণকর ও অস্বাভাবিক কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করিলেও প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয়।

গোলাপের ভবনে আর স্থান না পাইয়া সেই সময়ে

আমাকে আমাদিগের বাড়ীতেই বাধ্য হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। বাড়ীতে আমার একটী তৃতীয় বৎসর বয়স্কা কন্যা ছিল। সেই সময় আমার ঐ কন্যাটীর একটু অসুখ বোধ হইয়াছিল। অসুখ অবস্থায় একদিবস সন্ধ্যার সময় সে এরূপ ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে যে, কোন প্রকারে কেহই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হয় না। আমিও প্রথমে তাহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোন-রূপেই তাহাকে শান্ত করিতে সমর্থ না হওয়ায় হঠাৎ আমার প্রচণ্ড ক্রোধের উদয় হইল। হিতাহিতজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়া, অপত্যস্নেহের সুদৃঢ় বন্ধন ছেদন করিয়া, আমার নিকট যে সকল ঔষধ ছিল, তাহার মধ্য হইতে একটী ঔষধ বাহির করিলাম। উহার কিয়দংশ একটী কাচপাত্রে ঢালিয়া লইয়া, কিঞ্চিৎ জল সহযোগে উহা নিজহস্তেই আমার সেই কন্যাকে পান করাইয়া দিলাম। মহাশয়! বলিব কি, দেখিতে দেখিতে তাহার রোদন থামিল, সে ঘুমাইয়া পড়িল; কিন্তু সেই অঘোর নিদ্রা হইতে সুকুমারী কন্যা আমার আর উত্থিত হইল না। পিতামাতা স্ত্রী প্রভৃতি সকলেই বুঝিলেন, প্রবল রোগের প্রতাপেই আমার অবোধ কন্যা ইহজীবন পরিত্যাগ করিল। সকলের অবস্থা আমি স্বচক্ষে সন্দর্শন করিলাম, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলাম না। আপনার হৃদয়ের ভিতর মুখ লুকাইয়া একবারমাত্র অতি অল্পকালের নিমিত্ত রোদন করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রস্তর-কঠিন মন তখনই আরও দৃঢ়তর হইল। মনের অবস্থা দেখিয়া আসন্ন দুঃখ সুদূরে পলায়ন করিল।

কিছু দিবসের মধ্যেই গোলাপকে ভুলিলাম, কিন্তু এক গোলাপের পরিবর্ত্তে শত গোলাপ আসিয়া জুটিল। তখন সোণাগাছির এমন কোন স্থান বাকি ছিল না, যে স্থানে আমার পদধূলি না পড়িয়াছিল। কিন্তু তখন আমার হস্তে একটীও পয়সা ছিল না; অতএব কি প্রকারে কিছু টাকা সংগ্রহ করিব, তাহার চিন্তায় নিযুক্ত হইলাম। ভাবিয়া ভাবিয়া তাহারও এক অভূতপূর্ব্ব উপায় বাহির করিলাম। পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, আমার পরিণামদর্শিতা কতদূর ছিল এবং আমি কি প্রকার চতুরতার সহিত সকল সময়ে কার্য্য করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমার এই প্রকার তীক্ষ্ণবুদ্ধিকে সৎপথে না চালাইয়া সতত অসৎপথ অবলম্বন করিতেই প্রশ্রয় দিয়াছি। আমি যে প্রকার নিকৃষ্টবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহের উপায় বাহির করিলাম, তাহা প্রথম হইতে ক্রমে বলিতেছি।

আমার স্ত্রীর নিকট যে ২০০০৲ টাকা ছিল, তাহা লইয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ স্থানে গমন করিলাম। তথায় একটী বড় গোছের বাটী ভাড়া লইলাম এবং ঐ দুই সহস্র টাকার দ্বারা কতকগুলি ঔষধ সংগ্রহ করিয়া একটী ঔষধালয় (ডিস্‌পেন্সারী) স্থাপিত করিলাম। বলা বাহুল্য, আমি "এম্, বি" ডাক্তার বলিয়া পরিচয় দিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলাম। ঐ চিকিৎসালয় আমার ছোট ভ্রাতার নামে স্থাপিত হইল। এক্সচেঞ্জ গেজেটে বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে জানাইতে লাগিলাম যে, এই ঔষধালয়ের

অধিকারী আমি নহি, আমার ভ্রাতা। সেইস্থান হইতে ১০।১৫ দিবস পরে কলিকাতায় আসিলে আমার দুষ্কর্ম্মের সাথী অথচ সঙ্গতিশালী কতিপয় ইয়ার আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার, তুমি নূতন ডাক্তারখানা করিয়াছ; তোমার উচিত সেইস্থানে আমাদিগকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করা।" তাঁহাদিগের প্রস্তাবে আমি স্বীকৃত হইলাম। এই সুযোগে অর্থ উপার্জ্জনের আর একটী অদ্ভুত অসৎ উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার একটী দিন স্থির করিলাম। সেই নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাহাদিগের আটজনকে ও তাহাদিগের আটটী রক্ষিতা বারবনিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত সেই ঔষধালয়ে আনয়ন করিলাম। বারবনিতাগণ উত্তম উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া বাবুদের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলাম সত্য, কিন্তু কোন প্রকার আহারাদির আয়োজন করিলাম না। কেবল কিছু সুরা আনিয়া, অল্প মাত্রায় পান করিলেও যাহাতে অতিশয় নেসা হয়, এইরূপ একটু একটু ঔষধি তাহাতে মিশাইয়া রাখিয়া দিলাম। সকলে আসিলে একত্র বসিয়া সুরাপান করিতে লাগিলাম। আমি প্রথমে অল্প পরিমাণ পান করিলাম এবং সকলকে অধিক পরিমাণ দিয়া আমি অল্প অল্প করিয়া আরও ২।১ বার পান করতঃ সেইস্থানে যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। সকলে ভাবিলেন, আমার অতিশয় নেসা হইয়াছে। কেহ কিছু না বলিয়া আমাকে উঠাইয়া একখানা কোচের উপর শোয়াইয়া রাখিয়া দিলেন। আমি মাতাল হইয়াছি, এইরূপ ভান করিয়া সেইস্থানে

শুইয়া শুইয়া তাহাদিগের অবস্থা দেখিতে লাগিলাম। ইহারা সকলে সুরাপান করিতে করিতে এক এক করিয়া ক্রমে সকলেই হত-চেতন হইয়া পড়িলেন। আমি যখন দেখিলাম আর কাহারও সংজ্ঞা মাত্র নাই, তখন আমি উঠিয়া আস্তে আস্তে স্ত্রীলোক আটটীর শরীরে যতগুলি অলঙ্কার ছিল, তাহার সমস্ত গুলিই খুলিয়া লইয়া, আমার ডিস্পেন্সারীর পশ্চাদ্‌ভাগে একস্থানে মাটীর ভিতর পুঁতিয়া রাখিলাম, এবং যাহাতে আমারও অতিশয় নেসা হয়, সেই প্রকার সুরাপান করিয়া রহিলাম। পরদিন সকলের শেষে আমার নেসা ছুটিল; উঠিয়া দেখি সকলেই হাহাকার করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগের অবস্থা দৃষ্টি করিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলাম। স্ত্রীলোক কয়টী থানায় গিয়া নালিস করিতে চাহিল; কিন্তু বাবুগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "তোমাদিগের গহনা যে আমাদের দোষে চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার আর কিছুমাত্র ভুল নাই; কিন্তু নালিস করিলেই যে গহনাগুলি পাওয়া যাইবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কি? লাভের মধ্যে আমাদের এই অকার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ঐ সকল গহনা আমরাই দিয়াছিলাম, গিয়াছে, না হয় পুনরায় প্রস্তুত করিয়া দিব।" এই বলিয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া সকলেই কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। আমি সেই স্থানে থাকিলাম। কিছুদিবস পরে ঐ সকল অলঙ্কার ক্রমে ক্রমে বাহির করিয়া বিক্রয় করিলাম। তাহাতে প্রায় ৮০০০৲ টাকা সংগ্রহ হইল; কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই সুরাপান প্রভৃতি দুষ্কর্ম্মে উহা নিঃশেষ হইয়া গেল।

আমি যে উদ্দেশ্যে আমার ছোট ভ্রাতার নামে ডাক্তারখানা স্থাপন করিয়াছিলাম, এতদিবস সে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতে হয় নাই; কারণ হঠাৎ বিনাকষ্টে ৮০০০৲ আট হাজার টাকা পাওয়ায় এক বৎসরকাল আর কোনও কষ্ট ছিল না। এখন পুনরায় আবার টাকার প্রয়োজন হইল, এখন চেষ্টা দেখিতে আরম্ভ করিলাম। সেই সময় আমার ছোট ভ্রাতা, তাহার স্ত্রী ও আমার স্ত্রী, সকলকে সেইস্থানে লইয়া গিয়া অতিশয় যত্নের সহিত রাখিলাম। আমার ভ্রাতা আমার ব্যবহারে যে কতদূর সন্তুষ্ট হইল, তাহা বলিতে পারি না। সেই সময় আমি আমার এক বৎসর পূর্ব্বের আশাকে ক্রমে ফলবতী করিতে ইচ্ছা করিলাম।

একদিবস আমার ভ্রাতাকে বলিলাম, "ভাই! আমি ইচ্ছা করিয়াছি, ৩০,০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকায় আমার জীবনকে বীমা করিব; কিন্তু আমার শরীর সুস্থ নহে, একারণ আমার জীবন বীমা হইতে পারে না। তুমি বোধ হয়, ইহার অবস্থা বিশেষরূপ অবগত নহ। কলিকাতায় এই জন্য কয়েকটী আফিস প্রতিষ্ঠিত আছে, যদি কেহ তাহার জীবনকে কোন নির্দ্দিষ্ট টাকার নিমিত্ত বীমা করিতে চাহে, তাহা হইলে প্রথমে ডাক্তার তাহাকে পরীক্ষা করে। যদি তাহার কোন প্রকার রোগ না থাকে, তাহা হইলে তাহার যে পরিমাণ বয়স হইয়াছে, ও যত টাকার জন্য সে তাহার জীবনকে বীমা করিতে চাহে, তাহা ধরিয়া হিসাব করিয়া, অন্ততঃ তিন মাস অন্তর একটী নির্দ্দিষ্ট টাকা ঐ আফিসে জমা দিতে হয়। পরে সে অতিশয় বৃদ্ধ, বা

তাহার মৃত্যু হইলে, যত টাকার জন্য জীবন বীমা থাকে, সেই টাকাটী, সে বা তাহার উত্তরাধিকারী, একেবারে সেই আফিস হইতে প্রাপ্ত হয়। আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, তুমি আমার নিমিত্ত তোমার জীবনকে বীমা কর। ইহাতে যে টাকা প্রতি তিন-মাসে দিতে হইবে, তাহা আমি দিব। পরে তোমার নিকট হইতে আমি লেখাপড়া করিয়া উহা ক্রয় করিয়া লইব। তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না, বিশেষতঃ সকলেরই একটী মোটা টাকার সংস্থান থাকিবে।”

আমার হতভাগ্য ভ্রাতা আমার চাতুরী বুঝিল না। সে সরল অন্তঃকরণে আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহার জীবনকে ৩০০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকায় বীমা করিয়া, একবার যে টাকা জমা দিবার আবশ্যক, তাহা আমি জমা করিয়া দিলাম, এবং উহা আমার ভ্রাতার নিকট হইতে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়া লইলাম। উক্ত প্রয়োজন অনুযায়ী লেখাপড়া হইল, কিন্তু ঐ ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা আমাকে দিতে হইল না, উহা কেবল কাগজ-কলমে রহিল। টাকা জমা দেওয়ার পর হইতে আর দুই মাস গত হইল; আর এক মাস অতীত হইলেই আবার নিয়মিত টাকা জমা দিতে হইবে, এই ভাবনা একবার মনে মনে ভাবিলাম। ইতি-মধ্যে ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিলাম, তাহার স্ত্রী সেইস্থানেই রহিল।

কলিকাতায় আসিয়া ভ্রাতা আমাকে বলিল, “দাদা! আমার একটু মাথা ধরিয়াছে।” আমি তাহাকে একটী ঔষধ দিয়া বলিয়া দিলাম, “ইহাতে তোমার মাথা

ধরা ভাল হইবে।” ঔষধ খাইতে খাইতেই তাহার ভেদবমি আরম্ভ হইল। সকলেই বলিল, “ইহার কলেরা হইয়াছে।” আমিও তাহাই বলিলাম। একজন প্রধান ইংরাজ ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিলাম, তাহাকেও কলেরা বলিয়া বুঝাইলাম; তিনিও ভাল করিয়া দেখিলেন না। ডাক্তারগণ প্রায়ই কলেরা রোগীর নিকট না যাইয়া দূর হইতেই অবস্থা শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যান। ইনিও তাহাই করিলেন। আমি সেই ঔষধ একটী প্রধান ঔষধালয় হইতে আনিলাম। বলা বাহুল্য, আমি নিজেই ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলাম; কিন্তু যে ঔষধ আনিয়াছিলাম, তাহার এক এক দাগ ফেলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আমার নিজের ঔষধ এক একবার খাওয়াইতে লাগিলাম।

ব্যারাম ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ডাক্তার সাহেবকে আবার আনাইলাম; আবার সেইরূপে বুঝাইলাম, আবার সেইরূপে ঔষধ আনাইলাম এবং সেইরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া আমার নিজের ঔষধ সেবন করাইলাম। পাঠকগণের মধ্যে হয় ত কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যখন আমার অন্যরূপ উদ্দেশ্য দেখা যাইতেছে, তখন ভাল ডাক্তার ও ঔষধ আনাইবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর, বোধ হয়, আমার দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তথাপি বলি, এরূপ অবস্থায় যদি কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়, পুলিস যদি কোনরূপ সন্দেহ করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের চক্ষে ধূলি দেওয়ার প্রয়োজন হইবে বলিয়াই, আমি এই পথ অবলম্বন করিলাম।

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় আমার সেই হতভাগ্য ভ্রাতা অকালেই আমা-কর্ত্তৃক ইহজীবন পরিত্যাগ করিল! তাহার মৃত্যুতে বাড়ীর সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহাদের সকলের রোদন-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বিশেষ তাহার স্ত্রীর আর্ত্তনাদ সকলের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল, আমার মত পাষণ্ডের চক্ষেও জলবিন্দু আসিয়া উপস্থিত হইল।

সকলেই মৃতদেহ লইয়া ব্যস্ত, সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন। আমি কিন্তু আমার কঠিন হৃদয়কে আরও দৃঢ় করিলাম। সেই হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ-মিশ্রিত ক্রন্দন-ধ্বনির দিকে ক্ষণকালের নিমিত্ত কর্ণপ্রদান না করিয়া, যাহাতে শীঘ্র তাহার সৎকার কার্য্য সমাপন করিতে সমর্থ হই, আমি তাহারই বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। যত শীঘ্র পারিলাম, সেই হতভাগ্যের মৃতদেহ সেই পতিপ্রাণা হতভাগিনীর হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইয়া, গঙ্গাতীরের যে স্থানে মৃতের সৎকার কার্য্য সমাধা হয়, সেইস্থানে লইয়া গেলাম; এবং যত শীঘ্র সেই কার্য্য সমাধা করিতে সমর্থ হই, তাহারই প্রয়োজনীয় উদ্‌যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মফঃস্বলের পাঠকগণের মধ্যে, বোধ হয়, অনেকেই অবগত নহেন যে, কলিকাতায় যে সকল স্থানে শবদাহ হইয়া থাকে, সেই সকল স্থানে মিউনিসিপালিটী হইতে এক একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকেন। কোন মৃতদেহ সৎকারার্থ সেই-স্থানে নীত হইলে, তিনি উত্তমরূপে সেই দেহ প্রথম পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপ পরীক্ষা করিয়া মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে যদি তাঁহার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় না হয়, তাহা হইলে সেই শব দাহ করিতে তিনি আদেশ প্রদান করেন, ও পরিশেষে উহার সৎকার কার্য্য সমাপন হয়। যে সকল শব দেখিয়া মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কর্ম্মচারীর মনে সন্দেহ হয়, সেই সকল মৃতদেহের সৎকার করিতে না দিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ পুলিসে সংবাদ প্রদান করিয়া থাকেন। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পুলিস সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং লাস দেখিয়া বা প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিয়া যদি তাহাদিগের সন্দেহ দূর না হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই মৃতদেহ পরীক্ষার নিমিত্ত মেডিকেল কলেজে পাঠাইয়া দেয়। সেইস্থানে গবর্ণমেণ্ট-নিয়োজিত ডাক্তার কর্ত্তৃক সেই শব ছেদিত হইয়া উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইলে পর সেই মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হয়।

* কাশীমিত্রের ঘাটে সেই সময় যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, তিনি বহুদিবস হইতে সেই কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। এই মৃতদেহ দেখিবামাত্র তাঁহার মনে সন্দেহের উদয় হইল, তিনি উহার সংকার কার্য্য সমাধা করিতে না দিয়া, উহা সেইস্থানে রাখিয়া দিলেন এবং নিকটবর্ত্তী পুলিসে ইহার সংবাদ প্রদান করিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র একজন উচ্চপদস্থ পুলিস-কর্ম্মচারী সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটের কর্ম্মচারী পুলিসকে উক্ত মৃতদেহ দেখাইয়া দিয়া আমার সম্মুখেই কহিলেন, "মৃতদেহের লক্ষণ দেখিয়া, আমার বোধ হইতেছে, ইহার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে নাই; বিষপানে ইহার মৃত্যু হইয়াছে।"

কর্ম্মচারীর এই কথা শুনিয়া আমি অতিশয় চিন্তিত হইলাম; ভাবিলাম,—এই মৃতদেহ যদি কাটিয়া পরীক্ষা করা হয়, তাহা হইলে আমার সমস্ত গুপ্তঅভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তখন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া ত পরের কথা, নরহত্যা অপরাধে পরিশেষে আমাকেই দণ্ডিত হইতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার হৃদয় আলোড়িত হইল সত্য; কিন্তু দেখিতে দেখিতে আমার মনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া হৃদয়কে দৃঢ় করিলাম, এবং গম্ভীরভাবে সেই পুলিস-কর্ম্মচারীকে কহিলাম,—"এই মৃতদেহ সম্বন্ধে আপনাকে চিন্তিত হইতে হইবে না। এই ঘাটের কর্ম্মচারী নিজের মূর্খতা নিবন্ধন আপনাকে সংবাদ প্রদান করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার মৃত্যুসম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিবার কোন প্রকার কারণই নাই। এই মৃত

ব্যক্তি অন্য কেহ নহে, ইনি আমার সহোদর ভ্রাতা। আমি নিশ্চয় জানি, এ কোন প্রকারে বিষপান করে নাই। বিসূচিকারোগে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। বিসূচিকারোগে মৃত ব্যক্তির কতকটা লক্ষণ বিষপানের লক্ষণের মত হয় বটে, কিন্তু সে প্রভেদ—আমরা ডাক্তার—আমরাই বুঝিতে পারি, ইহারা বুঝিবেন কোথা হইতে? যাহা হউক, আমি আপনাদিগের সে সন্দেহ এখনই মিটাইয়া দিতেছি। ভ্রাতা আমার যখন বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হন, সেই সময়ে এই সহরের সর্ব্বপ্রধান ইংরাজ ডাক্তার ইহার চিকিৎসা করেন। আপনি এই মৃতদেহ স্থানান্তরিত না করিয়া একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনই সেই ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে নিদর্শন পত্র (Certificate) লইয়া আসিতেছি, উহা দেখিলেই আপনাদিগের সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইবে।”

দেখিলাম, পুলিস-কর্ম্মচারী আমার কথায় ভুলিলেন এবং আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সেইস্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি একখানি গাড়ি আনাইয়া ডাক্তার সাহেবের বাটী-অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, ডাক্তার সাহেব বাড়ীতেই আছেন। ডাক্তার সাহেব আমাকে উত্তমরূপে জানিতেন। তাঁহার চাপরাশী গিয়া সংবাদ প্রদান করিবামাত্র, দেখিলাম, তিনি আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার সাহেবকে দেখিবামাত্র কোন কথা না বলিয়া, তাঁহার নিয়মিত দর্শনীর দ্বিগুণ টাকা প্রথমেই তাঁহার হস্তে প্রদান করিলাম, ও পরিশেষে কহিলাম, “মহাশয়! রাত্রি প্রায় দুইটার সময়

আমার ভ্রাতা, যাহার বিসূচিকারোগের চিকিৎসা আপনি করিয়াছিলেন, আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিবার নিমিত্ত তাহার মৃতদেহ আমরা কাশীমিত্রের ঘাটে লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু ঘাটের যে কর্ম্মচারী মৃতদেহ পরীক্ষা করে, সে পুলিসের সাহায্যে আমার এই বিপদের সময় আমার নিকট ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা চাহিয়া বসিয়াছে, ও বলিতেছে যে, যদি তাহাদিগের প্রার্থনা মত টাকা প্রদান না করি, তাহা হইলে উহারা উক্ত মৃতদেহ পরীক্ষার নিমিত্ত মেডিকেল কলেজে পাঠাইয়া দিবে। মৃতদেহের এরূপ অবমাননা এতদ্দেশীয় হিন্দুজাতির পক্ষে অতিশয় নিন্দনীয়। এই নিমিত্তই আমি মহাশয়ের নিকট আগমন করিয়াছি, আমার ভ্রাতার কোন্ রোগ হইয়াছিল, এবং তাহার মৃত্যুর কারণই বা কি, এই সকল বিষয় বিবৃত করিয়া, অনুগ্রহ পুর্ব্বক একখানি নিদর্শন পত্র যদি আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি কোন প্রকারে এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হই। নতুবা যে কোন প্রকারেই হউক, এই বিপদের সময় ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা সংগ্রহ করিয়া উহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে; অন্যথা, হিন্দু হইয়া জীবন থাকিতে সহোদরের মৃতদেহের অবমাননা কোনক্রমেই দেখিতে পারিব না।” এই বলিয়া ডাক্তার সাহেবের সম্মুখেই দুই চারি ফোঁটা কৃত্রিম অশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম।

ডাক্তার সাহেব আমার এই সকল কথা শুনিয়া প্রথমে পুলিসের উপর অতিশয় বিরক্তিভাব প্রকাশ করিলেন, ও

আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার আফিস ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কাগজ কলম প্রভৃতি সমস্তই সেইস্থানে প্রস্তুত ছিল, আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া একখানি নিদর্শন পত্র লিখিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন। উহার মর্ম্ম এইরূপ—"ডাক্তার বাবুর ভ্রাতার চিকিৎসা আমি নিজে করিয়াছি। উহার বিসূচিকারোগ হইয়াছিল, ও সেই রোগেই উহার মৃত্যু হইয়াছে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, উহার মৃত্যু সম্বন্ধে পুলিসের সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই।"

এই নিদর্শন পত্র সমভিব্যাহারে দ্রুতগতি আমি কাশী-মিত্রের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, পুলিস-কর্ম্মচারী সেই মৃতদেহের নিকট বসিয়া রহিয়াছেন। সেই পত্র তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলাম। একবার দুইবার করিয়া কয়েকবার মনে মনে তিনি এই পত্রপাঠ করিলেন, ও নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে পরিশেষে কহিলেন, "কলিকাতার সর্ব্ব-প্রধান ইংরাজ ডাক্তার যখন বলিতেছেন—এই মৃত্যুতে কোনরূপ সন্দেহ নাই, তখন কি প্রকারে আমি এই শব পরীক্ষার নিমিত্ত ডেড্‌হাউসে পাঠাইয়া দিই, আমি এই পত্র আপনার নিকট রাখিলাম। আপনারা মৃতদেহের সংকার কার্য্য সমাপন করিতে পারেন।" এই বলিয়া পুলিস-কর্ম্মচারী উক্ত পত্র হস্তে লইয়া, আস্তে আস্তে সেইস্থান পরিত্যাগ করিলেন। সংকারের সমস্ত দ্রব্যই প্রস্তুত ছিল; দেখিতে দেখিতে চিতা প্রজ্জ্বলিত হইল, আমার ভ্রাতার মৃতদেহ ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। আমার মনে যে ভয়ের কারণ

উদিত হইয়াছিল, এতক্ষণে তাহা দূর হইল, আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।

পিতামাতা প্রভৃতি সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। চিতার প্রজ্জ্বলিত-অগ্নি নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীর আর্ত্তনাদ নির্ব্বাপিত না হইয়া ক্রমে আরও প্রবলরূপ ধারণ করিতে লাগিল। আমি স্বচক্ষে উহাদিগের অবস্থা দেখিতে লাগিলাম। উহাদিগের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ আমার কর্ণকুহরে সবলে প্রতিঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে আমার কঠিন হৃদয় কিছুমাত্র দ্রবীভূত হইল না। আমি আমার পাষাণ হৃদয়কে আরও দৃঢ় করিলাম, এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে বিনাক্লেশে উক্ত ত্রিশ হাজার টাকা পাইতে পারি, তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এইরূপে ক্রমে পাঁচ সাতদিবস গত হইয়া গেল; দেখিলাম, সকলের শোকাবেগ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। এই কয়েকদিবস ভাবিয়া-চিন্তিয়া যে উপায় আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, সেই উপায় অবলম্বন করিলাম, অর্থাৎ বীমা আফিসে উক্ত টাকার নিমিত্ত আমি প্রথমে একখানি পত্র লিখিলাম। এই পত্রের সারমর্ম্ম এই :——“আপনাদিগের আফিসে ত্রিশ হাজার টাকার নিমিত্ত আমার ভ্রাতার জীবন বীমা আছে। অদ্য ছয় সাতদিবস হইল, তিনি বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার বীমার স্বত্ব আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং আইন-অনুযায়ী আমি এখন উক্ত টাকার ন্যায্য অধিকারী। অতএব মহাশয়দিগকে

লিখিতেছি যে, আপনারা কোন্ তারিখে উক্ত টাকাগুলি আমাকে প্রদান করিবেন, তাহা লিখিয়া বাধিত করিবেন। আপনাদিগের নিয়মানুসারে উহার মৃত্যুসম্বন্ধে যদি কোন বিষয় জানিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যে প্রধান ইংরাজ ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাঁহার নিদর্শন পত্র (Certificate) পাঠাইয়া দিব।"

এই পত্র লেখার পর ক্রমে পাঁচ সাত দিবস অতীত হইয়া গেল; কিন্তু তাহার কোন প্রকার উত্তর পাইলাম না। দশম দিবসের দিন উক্ত পত্রের উত্তর আসিল। উহা পাঠ করিয়া আমি একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। মনে নানাপ্রকার দুর্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ ছিলঃ——"আমরা শুনিলাম, আপনার ভ্রাতার মৃত্যুতে অনেক গূঢ় রহস্য আছে। সুতরাং বিশেষরূপ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে আপনাকে উক্ত টাকা কোনক্রমেই দেওয়া যাইতে পারে না। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার ভার আমরা কোন উপযুক্ত হস্তে অর্পণ করিয়াছি; ফলাফল পরে জানিতে পারিবেন।"

বীমা আফিস হইতে কি প্রকার সংবাদ আসে, জানিবার নিমিত্ত কিছুদিবস আমার মন নিতান্ত অস্থির রহিল। কিন্তু কোনরূপ সংবাদ না পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। একদিবস স্বয়ংই বীমা আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বীমা আফিসের বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া একটু হাসিলেন ও কহিলেন,— "তোমার ভ্রাতার প্রাপ্য টাকার নিমিত্ত আর তোমাকে

অধিক বিলম্ব করিতে হইবে না। তোমার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যে ফল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা শীঘ্রই তুমি জানিতে পারিবে।” সাহেবের কথা শুনিয়া তাহাকে অধিক আর কিছুই বলিলাম না। আমার সম্বন্ধে কে অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং অনুসন্ধানের ফলই বা কি হইয়াছে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে আফিস পরিত্যাগ করিলাম। আফিস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার বাড়ীতে আসিলাম। সেই সময়ে নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করাতে দুই তিনদিবস একেবারে বাড়ীর বাহির হইলাম না।

নানাপ্রকার চিন্তার মধ্যে কখনও মনে হইল, উহারা বুঝি আমার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছে। আমি যে প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া উহাদিগকে প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক একেবারে ত্রিশ হাজার টাকা হস্তগত করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম, উহারা বোধ হয়, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, যে বিষয় কেবল আমি ভিন্ন অন্য কেহই অবগত নহে, সেই বিষয়ের বিশেষ অবস্থা উহারা কি প্রকারে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে? এইরূপ নানাপ্রকার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীতে বসিয়াই প্রায় তিন চারিদিবস অতিবাহিত করিলাম।

যখন দেখিলাম, আফিস হইতে আর কোনরূপ পত্রাদি পাইলাম না, তখন উহাদিগকে আর কিছু না বলিয়া উক্ত ত্রিশ হাজার টাকা আদায় করিবার অভিপ্রায়ে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আদালতে এই বিষয়ের চূড়ান্ত বিচার হইবার পূর্ব্বেই একদিবস দেখিলাম, কয়েকজন

কর্ম্মচারী হঠাৎ আমাদিগের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। আমার বাড়ীর ভিতর তাহাদিগের হঠাৎ-প্রবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে আমি যেমন উহাদিগের সম্মুখীন হইলাম, অমনি উহারা আমাকে ধৃত করিয়া উত্তমরূপে বন্ধন করিল এবং সেইস্থান হইতে আমাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। আমি যে কেন ধৃত হইলাম, তখন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু পরদিবস দেখিলাম, আমি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে নীত হইলাম।

মাজিষ্ট্রেট-আদালতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যে জমীদার মহাশয়ের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া সামান্য অর্থের লোভে তাঁহার অমূল্য জীবনরত্ন হরণ করিয়া আমার নিজেরই ভবিষ্যৎ আশায় পাংশু প্রক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই বঙ্গদেশীয় জমীদার মহাশয়ের কয়েকজন কর্ম্মচারী, কয়েকজন উকীল, প্রভৃতি অনেকে সেইস্থানে উপস্থিত। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই, প্রথমে আমার হৃদয় হঠাৎ চমকিয়া উঠিল; কারণ, সেই সময় আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার উপর জালের অভিযোগ আনীত হইয়াছে, জাল করা অপরাধে আমি বন্দী হইয়াছি।

অকস্মাৎ এই বিপদ্‌পাতে আমি কিছুই কর্ত্তব্য অবধারণা করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এজ্‌লাসে এই মোকদ্দমার সম্বন্ধে অনেক সাক্ষীর এজাহার গৃহীত হইল, ও পরিশেষে বিচারের নিমিত্ত আমি দায়রায় সোপরদ্দ হইলাম। সেইস্থানে জুরির বিচারে ছয় বৎসরের নিমিত্ত আমার কারাদণ্ড হইয়াছে।

পাঠকগণ! আপনারা এখন আমার হৃদয়ের মধ্যে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন। টাকার নিমিত্ত আমি যে সকল মহা-পাতকের অবতারণা করিয়াছি, তাহা আপনাদিগের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া দূরে থাকুক, আপনারা স্বপ্নেও কি কখন ভাবিয়াছেন? সামান্য টাকার লোভে, কে আপন অন্ন-দাতাকে হত্যা করিতে পারে, কে আপনার প্রাণের ভ্রাতাকে বিনাদোষে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়? যাহা হউক, ইহ সংসারেই, জন্মান্তরে নহে—এই জন্মেই, আমি আমার ঘোর পাপের ফলভোগ করিতেছি। কিন্তু জানি না, আমি যেরূপ অপ্রতিবিধেয় দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, এই শাস্তিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট কি না, অথবা পরজন্মে ইহাপেক্ষা কঠিন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আমার ভাগ্যে আছে!”
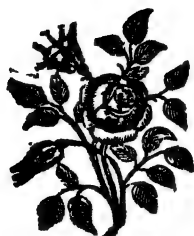
লেখকের বক্তব্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অবতরণিকায় বিবৃত বেনামী পত্র সম্বন্ধীয় বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমিই যে পরিশেষে নিযুক্ত হইয়াছিলাম, তাহা পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

আমি প্রথমে গিয়া কাশীমিত্রের ঘাটের সেই প্রবীণ কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার নিকট পূর্ব্ববর্ণিত সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইল যে, ডাক্তার বাবুরই দ্বারা তাঁহার ভ্রাতার জীবন শেষ হইয়াছে। কিন্তু কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, আমি কি করিতে পারি? ডাক্তারের পরীক্ষার পূর্ব্বেই যখন শব জ্বালান হইয়াছে, তখন প্রকৃত হত্যা হইলেই বা তাঁহাকে কি প্রকারে রাজদ্বারে আনিতে সমর্থ হই? এরূপ অবস্থায় ভ্রাতাকে হত্যা করা অপরাধে ডাক্তারের কোনরূপ দণ্ড হইতে পারে না, জানিয়াও কিন্তু কোনরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। বীমা আফিসের অনুরোধ অনুসারেই আমাকে অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকিতে হইল।

ইহার পূর্ব্বে আমি ডাক্তার বাবুকে চিনিতাম না, কার্য্যের অনুরোধে কোনরূপে উহাকে চিনিয়া লইতে হইল। এক-

দিবস সন্ধ্যার পর ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে গমন করিলাম, বাড়ীর সম্মুখেই সেই বাড়ীর একজন পরিচারকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে ডাক্তার বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল, "ডাক্তার বাবু এখন বাড়ীতেই আছেন, কিন্তু এইক্ষণেই বাহিরে গমন করিবেন।"

পরিচারকের কথা শ্রবণমাত্র আমি দ্রুতগতি সেই কাশী-মিত্রের ঘাটে গমন করিলাম। ডাক্তার বাবুর বাড়ী হইতে ঐ স্থান অতি নিকট; বোধ হয়, দুই তিন শত হস্তের অধিক হইবে কি না সন্দেহ। ঘাটের কর্ম্মচারী ঘাটেই উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, ও কহিলাম, "ডাক্তার বাবু এখন বাড়ীতেই আছেন, কিন্তু এখনই বাহিরে গমন করিবেন। সেই সময়ে যদি আপনি দূর হইতে তাঁহাকে দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ বাধিত হইব। কারণ উঁহাকে চিনিয়া লইতে না পারিলে অনুসন্ধানের সুবিধা হইতেছে না।"

কর্ম্মচারী আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, ও তৎক্ষণাৎ আমার সহিত গমন করিলেন। আমরা উভয়েই ডাক্তার বাবুর বাটীর নিকটবর্ত্তী একস্থানে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে ডাক্তার বাবু বাড়ীর বাহিরে আসিলেন ও ধীরে ধীরে পদব্রজে ক্রমে চিৎপুররোডে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ম্মচারী দূর হইতে ডাক্তার বাবুকে দেখাইয়া দিয়া আপন কার্য্যে প্রস্থান করিলেন, আমি অলক্ষিত-ভাবে ডাক্তার বাবুর অনুগমন করিলাম।

ডাক্তার বাবু এখন প্রকৃতই "বাবুর বেশ" ধারণ করিয়াছেন।

তাঁহার পরিধানে একখানি কালাপেড়ে ফুর্‌ফুরে শান্তিপুরে ধুতি। অঙ্গে পঞ্জাবী আস্তেনের একটী ঢিলে পিরাণ, সেই আস্তেনের সর্ব্বস্থানই "গিলে করা" কোঁচান। গলায় একখানি পাকদেওয়া কোঁচান চাদর। মস্তকের চুলগুলি বাবু ফ্যাশনে কাটা এবং দুইভাগে বিভক্ত। পায়ে একজোড়া বার্ণিস করা চকচকে জুতা এবং হাতে একগাছি সাদা-হাতের হ্যাণ্ডেলযুক্ত বেতের ছড়ি। বাবু তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রের কোঁচান কোঁচা বামহস্তে ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তের ছড়িগাছটী অল্প অল্প ঘুরাইতে ঘুরাইতে চিৎপুর রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণমুখে চলিলেন। বাবু রাস্তা বাহিয়া চলিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সম্মুখের রাস্তার উপর না পড়িয়া রাস্তার উভয় পার্শ্বের বারান্দার উপর দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। চিৎপুর রাস্তা ছাড়িয়া ক্রমে ডাক্তার সোণাগাছির ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ, পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ছায়ার ন্যায় গমন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সেইস্থানের একটী বাড়ীর ভিতর ডাক্তার প্রবেশ করিলেন। আমি বাহিরেই রহিলাম। সেই বাড়ীর সম্মুখে একটী পানের দোকান ছিল। আমি সেই দোকানে গিয়া উপবেশন করিলাম, এক এক পয়সা করিয়া ক্রমে দুই আনার পান ক্রয় করিলাম, এবং সেই-স্থানে বসিয়া বসিয়াই ঐ পান খাইতে লাগিলাম। খিলি-ওয়ালার সহিত এ কথা ও কথা নানাকথা পাড়িয়া ক্রমে অবগত হইতে পারিলাম যে, ডাক্তার বাবু ঐ বাড়ীতে হরি-নাম্নী একটী বেশ্যার ঘরে প্রত্যহই সন্ধ্যার পরে আগমন করেন এবং সমস্ত রাত্রি সেইস্থানে অতিবাহিত করিয়া,

পরদিবস বেলা নয়টা-দশটার সময় সেই বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

পানওয়ালার নিকট হইতে এই বিষয় অবগত হইয়া, সেইদিবস আমি সেইস্থান পরিত্যাগ করিলাম।

পরদিবস দিবাভাগে আমি সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, হরিনাম্নী একটী স্ত্রীলোক বাস্তবিকই সেই বাড়ীর ভিতর একখানি ঘরে বাস করে। হরির ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে সাগরনাম্নী অপর আর একটী স্ত্রীলোকের ঘর।

অনুসন্ধানোপলক্ষে অনেক সময় আমি দেখিতেছি, যে কার্য্যে সফলতা-লাভের উপক্রম হয়, তাহার অনুকূল উপায় দেখিতে দেখিতে আপনি জুটিয়া যায়। সাগরের ঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র দেখিতে পাইলাম, সেই ঘরে আমার বিশেষ পরিচিত বিনোদ নামধেয় একটী যুবক বসিয়া আছে। আমাকে দেখিবামাত্র বিনোদ যেন একটু লজ্জিত হইয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া সরিয়া বসিল। বিনোদের ভাব-গতি দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, সাগরের ঘরে বিনোদের যাওয়া আসা আছে। আমি কিন্তু বিনোদের অবস্থা দেখিয়াও দেখিলাম না। একেবারে সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, বিনোদের নিকট উপবেশন করিলাম ও কহিলাম, "বিনোদ বাবু! তোমার অনুসন্ধানের নিমিত্তই আমি এইস্থানে আসিয়াছি।"

"কেন মহাশয় আমার অনুসন্ধান করিতেছেন?"

"বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়াই তোমাকে খুঁজিতেছি।" এই বলিয়া সেইস্থান হইতে উঠিলাম, এবং বিনোদকে সঙ্গে

করিয়া সম্মুখস্থ বারান্দায় গমন করিলাম। সেইস্থানে বিনোদকে কহিলাম, "বিনোদ বাবু! আমি যে কার্য্যের নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি, তাহা সমস্ত তোমাকে বলিব, এবং তোমার সাহায্য লইয়াই আমি আমার কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করিব; কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ—আমার প্রকৃত পরিচয় এইস্থানে তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

বিনোদ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। আমিও তাহাকে আমার অভিসন্ধির সমস্ত কথা বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া বিনোদ যদিও বিস্মিত হইল সত্য, কিন্তু সাধ্যানুসারে আমার সাহায্য করিতে সে অঙ্গীকার করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেইদিবস হইতেই বিনোদের সহিত সেইস্থানেই প্রায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিলাম। রাত্রির অধিকাংশ সময়ও সেইস্থানে কাটিতে লাগিল। দুই এক-দিনের মধ্যেই ডাক্তারের সহিত আমার আলাপ হইয়া গেল। সেইস্থানে ডাক্তার আগমন করিবামাত্র আমি তাঁহার নিকট গমন করিতাম, এবং যে পর্য্যন্ত তিনি শয়ন না করিতেন, সেই পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতাম। তিনি আমার সেবায় ও যত্নে ক্রমে আমার উপর সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন ও ভালবাসিতে লাগিলেন। মদ্য, মাংস, খাদ্য প্রভৃতি যখন যে দ্রব্য তাঁহার আবশ্যক হইতে লাগিল,

আমি নিজব্যয়েই তাহা তাঁহার নিমিত্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, ক্রমে ডাক্তার আমার উপর তাঁহার বিশ্বাস স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সুযোগ পাইয়া আমিও ক্রমে তাঁহার সহিত তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে লাগিলাম। তাঁহার পিতা, ভ্রাতা ও দাস-দাসী প্রভৃতি অপর সকলের সহিত ক্রমে আমার আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল।

হরির বাড়ীতে গমন করিতে একদিবস আমার রাত্রি একটু অধিক হইয়া গেল। সেইদিবস ইচ্ছা পূর্ব্বকই আমি একটু বিলম্ব করিয়া সেইস্থানে গমন করিয়াছিলাম। আমার পরামর্শ-মত বিনোদ-কর্ত্তৃক সেইদিবস হরির ঘরে সুরাপানের আয়োজন হইয়াছিল। আমি যখন সেইস্থানে গমন করিলাম, তখন দেখিলাম, তথাকার প্রায় সকলেই সুরা-পানে উন্মত্ত হইয়াছে। ডাক্তারেরও বেশ নেসা হইয়াছে। আমি সেইস্থানে গমন করিয়া ডাক্তারকে কহিলাম, "কি ডাক্তার! আজ একটী বড় ভাল মাল আনিয়াছি, খাবে কি?" এই বলিয়া আমার নিকট হইতে আর এক বোতল সুরা বাহির করিয়া দিলাম। সেই সময় এক বোতল অতি উৎকৃষ্ট সুরা পাইয়া, ডাক্তার অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া, উহা পান করিতে লাগিলেন। ডাক্তারের যাহা কখন দেখি নাই, আজ তাহাই দেখিলাম; দেখিতে দেখিতে সুরাদেবী ডাক্তারের হিতাহিত জ্ঞান ক্রমে রহিত করিয়া দিল। সময় বুঝিয়া আমিও আজ ডাক্তারের মনের কথা লইতে প্রবৃত্ত হইলাম। নানাপ্রকারের কথা,

নানাভাবে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। ডাক্তার অসম্বদ্ধভাবে সমস্ত কথার উত্তর প্রদান করিতে এবং সময়ে সময়ে নিজেও অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। ময়মনসিংহে গমন; সেইস্থানে সামান্য টাকার লোভে একজন জমীদারের সর্ব্বনাশসাধন; নিজের প্রভু জমীদারকে কৌশলে বঞ্চনা করিয়া তাঁহার কতকগুলি অর্থ অপহরণ ও পরিশেষে ইহজগৎ হইতে তাঁহাকে অন্য জগতে প্রেরণপূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত উকীলের নিকট হইতে আপনাকে রক্ষা করণ; কলিকাতার নিকটবর্ত্তী যে স্থানে ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, সেইস্থানে নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বনাশসাধন; ও পরিশেষে বীমা অফিস হইতে ত্রিশ হাজার টাকা হস্তগত করিবার উপায় প্রভৃতি নির্দ্ধারণ; ইত্যাদি যে সকল বিষয় পূর্ব্বে পাঠকগণ ডাক্তার বাবুর মুখে শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত বিষয়ই অসংলগ্নভাবে ক্রমে ক্রমে নেশার ঝোঁকে বলিয়া ফেলিলেন। আমি মোটামুটিভাবে যদিও সমস্ত বিষয় সেই সময় জানিতে পারিলাম, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু ব্যতীত আর কোন কথাই বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিলাম না সত্য; কিন্তু যাহা শুনিলাম, তাহা স্মৃতির স্তরে অঙ্কিত করিয়া লইলাম।

এই ঘটনার দুই তিন দিবস পরেই আমি একদিবস ডাক্তারকে কহিলাম, "ডাক্তার! আমি দেশ হইতে পত্র পাইয়াছি, বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমাকে সেইস্থানে গমন করিতে হইবে। বোধ হয়, সেইস্থানে আমার মাসাবধি বিলম্ব হইতে পারে।"

"যত শীঘ্র পার, প্রত্যাগমন করিও", এই বলিয়া ডাক্তার আমাকে বিদায় দিলেন। পরদিবস আমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম। দেশে গমন করিবার পরিবর্ত্তে, গমন করিলাম, ময়মনসিংহে। সেইস্থানে ডাক্তারের সেই পরলোকগত প্রভু জমীদারের পুরাতন কর্ম্মচারীগণের নিকট যে সকল বিষয় শ্রবণ করিলাম, তাহা, ও ডাক্তারের নিজের মুখে বর্ণিত বিষয়, এই উভয় মনে মনে একত্র স্থাপন করিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, প্রকৃত অবস্থা কি?

ময়মনসিংহে প্রয়োজনোপযোগী অনুসন্ধান সমাপন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম। জমীদার মহাশয়ের কাগজ পত্র যে উকীল বাবুর নিকট ছিল, তাঁহার নাম সেই-স্থানেই অবগত হইতে পারিয়াছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া সন্ধান করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এবং যে সকল কাগজ পত্র তাঁহার নিকট ছিল, তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক অন্যান্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। যত অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, ডাক্তারের বিপক্ষে ততই প্রমাণ সংগ্রহ হইতে লাগিল। সেই কাগজ-পত্রের সমস্তই যে জাল, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

আমার গুপ্ত অনুসন্ধানের ফল বীমা আফিসে প্রেরণ করিলাম। তাঁহারা জানিতে পারিলেন, জুয়াচুরি করিয়া ৩০০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা হস্তগত করিবার মানসে ডাক্তার তাহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছে; সুতরাং ঐ টাকা আর তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে হইল না।

এদিকে জালকরা অপরাধে ডাক্তার বাবুকে রাজদ্বারে উপস্থিত করিলাম। সেই সময় তিনি জানিতে পারিলেন,

আমি কে ও তাঁহার কিরূপ বন্ধু! এলাহাবাদ হইতে সেই পূর্ব্বকথিত ডাক্তার বাবু আমাদিগের ডাক্তার বাবুর বিপক্ষে সাক্ষীপ্রদান করিলেন। ময়মনসিংহ হইতে সকলেই আসিল, উকীল বাবু আদালতে উপস্থিত হইলেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী এবং পূর্ব্বোক্ত প্রধান ইংরাজ ডাক্তার প্রভৃতি সকলেই আসিয়া কহিলেন, সমস্ত কাগজ জাল, একখানিও প্রকৃত নহে। হাইকোর্টে জুরির বিচারে পরিশেষে আমাদিগের ডাক্তার বাবুর বিচার হইল ও সেইস্থান হইতেই পূর্ব্ব-বর্ণিতদণ্ডে তিনি দণ্ডিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ছয় বৎসরের নিমিত্ত ডাক্তার বাবু কারারুদ্ধ হইলেন। ভাবিলাম, ছয় বৎসরের মধ্যে ডাক্তার বাবুর ভাবনা আর আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না, বা অপর কাহাকেও তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে না। কিন্তু আমি যে আশা করিয়াছিলাম, দেখিলাম, এক বৎসর গত হইতে না হইতেই তাহা ভস্মে পরিণত হইল।

একদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি গরাণহাটার মোড়ে দাঁড়াইয়া অপর আর এক ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছি, এমন সময় একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ির দিকে হঠাৎ আমার নয়ন আকৃষ্ট হইল। দেখিলাম, উহার ভিতর আমাদিগের

ডাক্তার বাবু। ঐ গাড়ি দক্ষিণদিক হইতে আসিয়া চিৎপুর রাস্তা বাহিয়া উত্তর মুখে চলিয়া গেল। উঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হঠাৎ কয়েকটী ভাবনার উদয় হইল। প্রথম ভাবিলাম, ইনি কি ডাক্তার বাবু? যদি ডাক্তার বাবু হয়েন, তাহা হইলে ইনি কি প্রকারে জেলের বাহিরে আসিলেন? ইনি কি জেল হইতে পলায়ন করিয়াছেন? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে সে সংবাদ আমরা ত নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইতাম? আমার দ্বিতীয় চিন্তা, ইনি পলায়ন করেন নাই, জেলের কোন কর্ম্মচারী কোন প্রকার প্রলোভনে পড়িয়া ইহাকে উহার বাড়ীতে লইয়া যাইতেছেন। এখনই আবার জেলে লইয়া যাইবে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হইল, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহার পরিহিত জেলের পোষাক কি হইল? গুপ্তভাবে জেল হইতে আসিবার কালে ভদ্র-লোকের পরিধানোপযোগী কাপড় ইনি কোথায় পাইবেন? আমার তৃতীয় চিন্তা, ইনি ডাক্তার বাবু না হইয়া, সেইরূপ অবয়ব-বিশিষ্ট অপর কোন ব্যক্তি ত নহেন?

এই ভাবিয়া সে দিবস আমি সে সম্বন্ধে আর কোন ভাবনা ভাবিলাম না। পরদিবস পুনরায় এই ভাবনা আমার হৃদয় আশ্রয় করিল; সুতরাং এ সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, আমি ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে গমন করিলাম। সেইস্থানে তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নিকট অবগত হইলাম, প্রকৃতই ডাক্তার বাবু বাড়ীতে আগমন করিয়াছেন, সরকার বাহাদুর অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। কেন যে তিনি সেই

কঠিন দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, তাহা কিন্তু তাঁহার পিতা বলিতে পারিলেন না, বা ইচ্ছা করিয়াই বলিলেন না। ডাক্তার বাবু সেই সময়ে বাড়ীতে ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, আমি নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

গুরুতর অপরাধে যাঁহার কেবল ছয় বৎসরমাত্র কারাদণ্ড হইয়াছে, এক বৎসর গত হইতে না হইতেই তিনি কি প্রকারে জেল হইতে বহির্গত হইলেন, এই বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত আমার মনে নিতান্ত কৌতূহল জন্মিল। উহার প্রকৃত তত্ত্ব কি, জানিবার নিমিত্ত পরদিবসই আমি 'হরিণবাড়ী জেলে' গমন করিয়া আমার মনোগত ভাব সেই স্থানের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট প্রকাশ করিলাম। তিনি ডাক্তার বাবু সম্বন্ধে কাগজ-পত্র দেখিয়া আমাকে কহিলেন, "কঠিন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ডাক্তার বাবু জেলে আগমন করিবার কয়েক মাস পর পর্য্যন্ত তিনি জেলের নিয়মানুযায়ী কর্ম্মকার্য্য প্রভৃতি সমস্তই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার পরেই তাঁহার মস্তিষ্ক ক্রমে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম প্রথম ক্রমে তাঁহাকে অন্যমনস্ক বোধ হইত, পরিশেষে তিনি মৌনভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। ক্রমে থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মুখে 'টাকা' শব্দ বাহির হইতে লাগিল; পরে সর্ব্বদাই তিনি 'টাকা টাকা' শব্দে জেলের ভিতর চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। শয়নে 'টাকা' স্বপনে 'টাকা' আহারের সময় 'টাকা' বিশ্রামের সময় 'টাকা', বস্তুতঃ

সর্ব্বদাই "টাকা, টাকা টাকা, টাকা" শব্দ করিয়া রাত্রিদিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবসের মধ্যে তাঁহার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া, আমরা সকলেই স্থির করিলাম যে, উহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এই সময় যদি ইহার উপযুক্তরূপ চিকিৎসা না হয়, তাহা হইলে ইনি একেবারে বদ্ধপাগল হইয়া যাইবেন; এই ভাবিয়া চিকিৎসার নিমিত্ত অবিলম্বেই ডাক্তারকে আমরা পাগলা হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলাম। তাহার পর যে কি হইয়াছে, তাহা আর আমরা অবগত নহি।"

জেলের প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট এই সকল অবগত হইয়া পরিশেষে পাগলা হাঁসপাতালে গিয়া, একটু অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। হরিণবাড়ী জেল হইতে পাগলা হাঁসপাতাল বহুদূর নহে, সুতরাং জেল হইতে বহির্গত হইয়া সেইস্থানে গমন করিলাম। সেইস্থানে জিজ্ঞাসা করায় তথাকার একজন ডাক্তার কহিলেন, "ডাক্তার বাবু পাগল হইয়া, হাঁসপাতালে আসিবার পরই ক্রমে তাহার পাগলামী সারিতে লাগিল। ইহার অবস্থা দেখিয়া হাঁসপাতালের প্রধান ডাক্তার কহিলেন, 'অপরাপর পাগল অপেক্ষা ইহার অবস্থা অন্য প্রকার। ইহাকে যদি আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ইহার পাগলামী ভাল হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। আমার বিবেচনায় ইহাকে স্বাধীনতা দিয়া ছাড়িয়া দিলে শীঘ্র ইহার পাগলামী ভাল হইবার সম্ভাবনা।' পরে দেখিলাম, এক এক করিয়া হাঁসপাতালের ডাক্তারগণ, মেম্বরগণ, সকলেই ডাক্তার সাহেবের মতে মত

দিলেন। এবং এই বিষয় সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করাও হইল। ছোট লাট দেখিলেন, যখন একজনকে জেল হইতে মুক্তিপ্রদান করিলে সে চিরদিবসের নিমিত্ত সুখে কালাতিবাহিত করিতে পারিবে, তখন তাহাকে মুক্তিপ্রদান করাই কর্ত্তব্য। পাগল হইয়া চিরদিবস একটী লোকের জীবন যাপনের বিষম কষ্ট দর্শন করা অপেক্ষা, তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করিলে যদি তাঁহার সেই উৎকট-রোগ আরোগ্য হয়, তাহা হইলে কোন্ সদাশয় ব্যক্তি ক্ষমতা স্বত্ত্বে এরূপ দয়াপ্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন? লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব তাহাই করিলেন। ডাক্তারগণের প্রার্থনা-অনুযায়ী তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ডাক্তার বাবু এইস্থান হইতে বহির্গত হইয়া, আপনার আলয়-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শুনিয়াছি, এখন তাহার সমস্ত পাগলামী ভাল হইয়া গিয়াছে, তিনি পুনরায় তাহার পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।”

পাগলা হাঁসপাতাল হইতে এই সকল বিষয় অবগত হইয়া বুঝিলাম, কি প্রকারে ডাক্তার বাবু এই কঠিনদণ্ডের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন। ভাবিলাম, গবর্ণমেণ্ট ইহাকে অব্যাহতি দিয়া ভালই করিয়াছেন, রাজার কর্ত্তব্যই করিয়াছেন। কিন্তু পরিশেষে আমি যাহা অবগত হইতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে মনে অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। রাজা প্রজার সম্মুখে বিশেষরূপে বঞ্চিত হইলে সহৃদয় প্রজার মনে যেরূপ কষ্ট হয়, এ সেইরূপ কষ্ট। পরে বুঝিয়াছিলাম, জেল হইতে খালাস হওয়াও ডাক্তার বাবুর জুয়াচুরি কাণ্ডের অপর আর এক অধ্যায়।

তিনি পাগল না হইয়াই জেলের ভিতর পাগল সাজিয়াছিলেন। তাঁহার পাগল সাজিবার প্রধান কারণ, যাহাতে কোনরূপে তিনি পাগলা হাঁসপাতালে যাইতে পারেন। কারণ তিনি পাগলা হাঁসপাতালের প্রধান ডাক্তারের বিশেষ পরিচিত, ও আর একজন বড় ডাক্তারের সহিত তাহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। ডাক্তার বাবু তাঁহার পরিচিত ডাক্তারকে তোষামোদ বলেই হউক, বা অপর কোন অসৎ উপায় অবলম্বনেই হউক প্রথমেই, বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর তাহারই পরামর্শ-অনুযায়ী ডাক্তার বাবু পাগল সাজিলেন, ও ক্রমে পাগলা হাঁসপাতালে আসিলেন। হাঁসপাতালের প্রধান ডাক্তারকে সেই ডাক্তার সাহেব যেরূপ বুঝাইলেন, সেইরূপই বুঝিলেন, ও পরিশেষে পূর্ব্বকথিত উপায় অবলম্বন করিয়া ডাক্তার বাবুকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন।

আমাদিগের ডাক্তার বাবু এখন আর পাগল নহেন, তিনি কিন্তু এখন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তারি ব্যবসাই তাহার কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার কারণ। এখন তিনি কোন চা বাগানের ডাক্তার হইয়া সেইস্থানেই সুখেই দিনযাপন করিতেছেন। জেল হইতে খালাস হইবার পর তাঁহার বিপক্ষে আর কোন অভিযোগ শুনা যায় নাই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ডাক্তার বাবুর সেই সকল কুপ্রবৃত্তির দিকে আর যেন দৃষ্টি পতিত না হয়।

সম্পূর্ণ।